স্বপ্ন সাধ

স্বপ্নসাধ

হুমায়ুন কবির

ডি, এম, লাইব্রেরী
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৪৭

মূল্য—এক টাকা বার আনা

এল, সি, রায় কর্ত্তৃক গোসেন এণ্ড কোম্পানীতে মুদ্রিত এবং
গোপালদাস মজুমদার কর্ত্তৃক ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত

পদ্মা

শুধু নিমেষের তরে ফুল্ল চন্দ্রা রাতে
বহুদিন পরে আজি দেখা তব সাথে
হে নদী আমার! বর্ষায় দু'কূল ছেয়ে,
দিবানিশি অবিরাম স্রোতে গান গেয়ে,
আত্মহারা পূর্ণস্রোতে চলিয়াছ ধেয়ে,
তটেরে করুণ সুরে মুখরি আঘাতে!

দারুণ পীড়নে মূর্চ্ছি ভাঙি পড়ে বেলা,—
তুমি আপনার মনে মরণের খেলা
খেলে যাও শুধু, কোন দিকে নাহি চাহি।
মনে পড়ে? কত কাল গেছে অতিবাহি
যেদিন প্রথম তুমি হর্ষোচ্ছ্বাসে গাহি
পাষাণ প্রাচীর ভেদি আসিলে একেলা?

সে কি আজ? সেদিন তরুণ ছিল আলো?
বিমুগ্ধ আঁখির আগে লেগেছিল ভালো?
সে আলোর আবাহন গান, পদ্মা তোরে,
বাহিরে আনিল টানি বিয়াকুল করে?
কারাগার পারিলনা রাখিবারে ধরে?
বাহিরে আসিয়া তপ্ত পরাণ জুড়ালো?

তার পরে সুখে দুঃখে আসিয়াছ একা।
—কেবল বহিয়া যাওয়া, দূর তটরেখা
বিলীন হইয়া যাওয়া দূরে, শুধু গান।
কখনো এসেছে নামি শ্রাবণের বান,
শারদ চন্দ্রমা কভু করিয়াছে দান
অপূর্ব্ব সুষমা—বসন্ত দিয়াছে দেখা!

যাহার আহ্বানে চিরপরিচিত ঘর
ছাড়িয়া আসিলি ছুটি ব্যাকুল অন্তর,
—বাঁশরীর গীতিমুগ্ধ অন্ধ মৃগ-প্রায়—
তাহার দর্শন কভু পেয়েছিস হায়!
কতদিন, কত সন্ধ্যা আসে চলে যায়,
কত চন্দ্রা রাতি নামে শ্যাম ধরা পর!—

তবু তুই চলেছিস—চলেছিস বহি
সদা ক্ষুব্ধ অন্তরে সান্ত্বনা বাণী কহি!
তবু চিত্ত মেতে ওঠে না মানে বাঁধন,
গগনে ঘনায়ে আসে বহ্নির কাঁদন,
অন্তরে জাগিয়া ওঠে মরণ-সাধন,
বিপুল পীড়নে তট মূর্চ্ছে রহি রহি!

রোষে গর্জ্জি উঠি ক্ষুব্ধ উর্ম্মিফণা তুলি
নিষ্ঠুর আকাশপানে উঠিছ আকুলি
নিষ্ফল আক্রোশে! আকাশ কেবল হাসে
নিরাপদে বসি দূরে ক্রুর পরিহাসে,

দিগন্তে ঢালিয়া দিয়া শুভ্র জ্যোৎস্না রাশে—
প্রভাতে রাঙিয়া দিয়া ধরণীর ধূলি।

আপন আহত চিত্ত কেঁদে ফিরে তব
আপনার মাঝে। পথের সন্ধানে নব
ছুটে যায় মত্ত প্রায়। নিষ্ফল আক্রোশে
আবিল সলিল ধারা, তবু ব্যর্থ রোষে
তটেরে প্রহারে সদা প্রভাতে প্রদোষে।
ভেঙে পড়ে তটভূমি করি আর্ত্ত রব।

কে তোরে বাঁধিবে নদী? তোর মত্ত ধারা
সিন্ধুর অন্তর মাঝে হয়েছে কি হারা?
সেথা তোর ব্যর্থ আশা সিন্ধুর মহান
বক্ষ তোলে নাই আলোড়িয়া? দীর্ণ প্রাণ
তোলেনি সমুদ্র ধ্বনি হতাশার গান?
শান্ত কি হয়েছে তোর ব্যর্থ আশা তারা?

তবু হাস এমন চাঁদিনী রাতে? বুকে
অস্ফুট গুঞ্জন রবে কাঁদে চিত্ত দুখে,
মুখে বিকশিয়া দিলে চন্দ্রমার হাসি।
—এ তব বেদনা হাসি বড় ভালবাসি।
মনে লয় মোর গিরিশিরে হিমরাশি
সে বুঝি জমান অশ্রু, তব স্বর্ণ-সুখে

হেসে ওঠে রবিকরে। মানুষের হাসি
বেদনার সিন্ধু মন্থি ওঠে পরকাশি।

বেদনায় হাসি যদি না থাকিত ভবে
না ফুটি কুসুম ঝরিয়া পড়িত তবে,
তবে শুধু সন্ধ্যা আসি ম্লান শ্রান্ত রবে
চলে যেত দিগন্তরে অন্তর উদাসি !

তোমার অন্তর মাঝে জেগেছে উচ্ছ্বাস,—
দূর হতে ভেসে আসে করুণ আভাস
তার। তীব্র স্রোতে নিমেষে হারায়ে যাক্
সব ব্যথা। অন্তর-ক্রন্দন লোপ পাক্
চলার ধ্বনিতে। প্রাণ মাঝে শুধু থাক্
চলে যাওয়া—বেদনার সকরুণ হাস।

ভাদ্র ১৩৩০

(২)

বহুদিন পরে আজি রোগ-জীর্ণ আঁখি দুটি মেলি
হেরিলাম তোরে।
শ্রাবণের ঘনঘটা এই পুঞ্জ মেঘের আড়ালে
অপূর্ব্ব যোগিনীবেশে মুক্তকেশে আসিয়া দাঁড়ালে
নয়নের আগে মোর। ক্ষুব্ধ রুষ্ট ঊর্ম্মিরাশি ঠেলি
চলেছ বহিয়া শুধু,—আবিল সলিলরাশি তব
নেচে উঠে মরণের তাণ্ডব নর্ত্তনে নব নব —
চিরমুক্তা! কোন কালে ধরা দিবিনাক কোন ডোরে?

শৈশব জীবন হতে তোরে আমি দেখিতেছি নদী,
পাইনাক শেষ।
কখনো শরত প্রাতে পূর্ণবারি শান্ত অচঞ্চল,
কূলে কূলে কুলু কুলু গান গেয়ে বয়ে চলে জল,
কখনো বৈশাখ সাঁঝে গগনে ঘনায় মেঘ যদি
প্রলয়-নর্ত্তনচ্ছন্দে নেচে ওঠে তোমার পরাণ,
তোমার সলিলে বাজে তরঙ্গের ধ্বংসলীলা গান,
তোমার নয়ন তলে করুণার নাহি চিহ্ন লেশ!

বালার্ক কিরণে তব দেখিয়াছি হে নদী আমার
অপরূপ হাসি।
কূলে কূলে কাশরাশি ফুটিয়াছে পূর্ণিমা প্লাবনে
মদির কুসুমগন্ধ ভাসিয়াছে অধীর পবনে
মুগ্ধ জলরাশি তব শিহরিয়া ছুটেছে আবার!

বুকে নিয়ে ধনধান্য আঁচল সাজায়ে বনফুলে
সোহাগ-সরম-লাজে মৃদুবাণী-পূর্ণা কূলে কূলে
ছুটিয়া চলেছ যেন দূরে কোন জনে ভালবাসি !

আজি পুন হেরিলাম একি তব অভিনব রূপ,
ভৈরবিনী সাজ।
গগনে মেঘের ঘটা শ্রাবণের শেষ দিনে আজি
ভয়াল গৈরিক ভীম। নভোতলে ভীমা বেশে সাজি,
এলায়ে ধূসর জটা—জলরাশি শ্মশ্মান-স্বরূপ—
তুমি চলিয়াছ ছুটে। স্রোত বেগে শিহরি উঠিয়া
তড়িত-ত্বরিত-গতি আত্মহারা চলেছ ছুটিয়া,
ধ্বংসের প্রলয়মন্দ্র বক্ষে তব বাজিতেছে আজ !

আজি তব দেখিতেছি নাহি দয়া করুণা নয়নে,
সুকঠিন হিয়া !
মানব ধরিত্রী আজি আঘাতে কাঁদিবে সুকঠোর,
গগন ব্যথার ব্যথী ঢালিবে অঝোর আঁখি লোর,
তবু তব ক্রোধ-বহ্নি নিভিবে না আঁখির প্লাবনে ?
স্রোতবেগে ক্ষুদ্র তরী ওই দূরে ঠিকরিয়া পড়ে,
তীর হতে লক্ষ নর ফুকারিয়া হাহাকার করে
নিরুপায় ! ঠাঁই পাবে অতল অকূলতলে গিয়া ?

অকস্মাৎ স্রোত তব রবিকরে ঝলকি উঠিছে
ছুরিকার মত।
এ যেন কুটিল হাস্য তব হিংস্র দন্ত ওষ্ঠ পরে
তব হত্যা সাধ সেথা নিষ্ঠুর নয়নে ক্ষণতরে
ব্যাঘ্রের জিঘাংসা প্রায় শান্ত স্মিত আলোকে ফুটিছে।
প্রবল দুর্ব্বার তুমি, অত্যাচারী মদগর্ব্বে তব,
ভাঙি গড়ি শক্তিমদে শ্যামশোভা দেশ নব নব,
চলেছ কাটিয়া বলে ধরামাঝে আপনার পথ!

তোমার প্রবল শক্তি বাধা দিতে আছে আমাদের
স্নেহ প্রেম বুকে।
সে ক্ষীণ বাঁধন ঠেলি হে দর্পিত চলিয়াছ বেগে
আঘাতি কঠোর ঘাত। ব্যথিত পঞ্জরে ওঠে জেগে
দীর্ঘশ্বাস—ভগ্ন-আশা নিরুপায় দীন হতাশের!
তবু নর কাঁদে শুধু, বুকে বাঁধি একে অপরেরে,
বাহিরে বিশাল বিশ্ব আপন কঠোর জালে ঘেরে,—
সে তবু বসিয়া রহে, উর্দ্ধ-আঁখি সব সুখে দুখে!

ভাদ্র ১৩৩১

সঞ্চয়

জীবনের শেষ দিনে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর সম্মুখে
আজি শেষ বোঝা।
তোমার নয়ন কোণে প্রেমের অস্ফুট আলোরেখা
আজি শেষ খোঁজা।
যতদিন এ ভুবনে জীবন আছিল নিত্য নব,
বন্ধু ছিল শত ;
পরিত্যক্ত গৃহ-প্রায় আজি এই বজ্র দগ্ধ তরু
দীর্ণ ব্যথাহত
ছেড়ে সবে চলে গেছে যে যাহার আপনার পথে
বারেক না চাহি,
তাই ভগ্ন দীর্ণ প্রাণে তোমার সজল আঁখি কোণে
রহিয়াছি চাহি !

বন্ধু ছিল যারা সবে জীবনের গৌরবের দিনে
কোথা তারা আজ ?
জীবনের সব সুখ নিঃশেষ হইয়া গেল মোর।
আজি দুঃখ লাজ
শ্রাবণের মেঘসম ঘনাইছে জীবন-গগনে
দিক অন্ধকার,—
তারি মাঝে গর্জ্জি ওঠে প্রলয়ের বহ্নি নিদারুণ
বজ্র বার বার।
অকূল সাগরনীরে দিকহারা কূলহারা তরী
ভাসে জীর্ণ প্রাণ,
চারিদিকে পুঞ্জীভূত ঘনাইয়া আসিছে মরণ,—
এই শেষ গান।

কে এসেছে, কে হেসেছে, কে গেছে করিয়া অবহেলা
দেখিব না আজি,
বিপদের বজ্র মুখে পার্শ্ব হতে কে সরে দাঁড়াল
মৃত্যুমুখে ত্যজি!
জীবনের অবসানে কোন পূজা নহে সমাপন
তাহা দেখিব না,
কি বাঞ্ছা অপূর্ণ আজো, কি রয়েছে আকাঙ্ক্ষিত ধন
তাহা খুঁজিব না!
তুমি যদি আসি শুধু দাঁড়াও আমার পাশে আজ
রাখো হাতে হাত,
তবে এই মৃত্যু-সিন্ধু উল্লঙ্ঘিয়া সন্ধান করিব
জীবন প্রভাত!

সন্ধ্যা যদি নামে পথে, চন্দ্র যদি পূর্ব্বাচল কোণে
না হয় উদয়,
তারকার পুঞ্জ যদি নিভে যায় প্রলয় জলদে
না করিব ভয়!
হিংস্র ঊর্ম্মি ফণা তুলি বিভীষিকা মূর্ত্তি ধরি যদি
গ্রাসিবারে আসে,
সে মৃত্যু লঙ্ঘিয়া যাব সিন্ধুপারে নব জীবনের
নবীন আশ্বাসে।
জীর্ণ তরী বাহি যাব উত্তরিয়া দুস্তর সাগর
ফিরিব না চাহি,—
অজ্ঞাত রহস্যঘেরা সৃষ্টির অনাদি সিন্ধুমাঝে
শেষ গান গাহি।

অগ্রহায়ণ ১৩৩০

সন্ধ্যামায়া

সেদিন সন্ধ্যার বেলা দিবস যখন আসে হয়ে অবসান,
ধরিত্রী দিনের শেষে আঁধার রজনীতটে শেষ ক্লান্ত গান
অবসন্ন কণ্ঠে গেয়ে ডুবিয়া যেতেছে ধীরে তিমির-তন্দ্রায়,
বিম্লান অস্ফুটালোকে দূর দিগন্তের সীমা দেখা নাহি যায়,
বিমুগ্ধ নিশীথ নামে, নীরবতা চারিদিকে ভুবন ভরিয়া,
বাক্য নাহি, গান নাহি, দিনান্তের শেষ আলো যেতেছে সরিয়া!

বিজন প্রান্তরপরে সন্ধ্যা নামে একাকিনী তারাসীঁথি শিরে,
সকলি যেতেছে মিশি অবসন্ন তন্দ্রামুগ্ধ অনন্ত তিমিরে।
দূর গগনের কোণে চন্দ্রমার ক্ষীণরশ্মি কাঁপিছে পবনে,
ধরণী আঁধারময়ী, পরিপূর্ণ নীরবতা সকল ভুবনে,
যেন মায়াপাশে ধরা রহিয়াছে বাঁধা পড়ি আপন ইচ্ছায়,
যেন দূরাগত কোন অন্তরের ক্ষীণ বাণী কি কহে হিয়ায়!

সেই নীরবতা মাঝে, সে মায়াবী অন্ধকারে কে গাহিল গান?
নিমেষে সে অবসাদ ধরণী ত্যজিয়া গেল জাগিল পরাণ!
দেখিনু আকাশে চাহি ক্ষীণ শশী ধীরে ধীরে ওঠে উর্দ্ধাকাশে,
শুনিনু শ্রবণ পাতি উর্দ্ধমুখ গীতস্বর কাঁপিছে বাতাসে।
কে রচিল সুর দিয়া মায়ার প্রাসাদ নব চারু-আভরণ?
মায়ার তুলিকাপাতে আঁধারের বিভীষিকা করিল হরণ?

অপূর্ব্ব মায়ার জালে ধরণী ছাইয়া গেল, ছাপিল আকাশ,
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি ধরণী ফেলিবে গ্রাসি সুরের আভাস।
ক্ষীণ চন্দ্রমার করে, নীরব গগন মাঝে, নিশীথ প্রান্তরে,—
দূর হতে ক্ষীণ সুর কাঁপি কাঁপি ভাসি ভাসি পশিল অন্তরে।
দূর হতে যে শুনেছে সিন্ধুর উচ্ছ্বাসগীতি ভুলেছে কি আর?
—যে করেছে উদ্‌-ঘাটন জীবনের শেষদিনে রহস্যের দ্বার!

কি গান গাহিতেছিল নাহি জানি, নাহি চাহি তাহা জানিবারে,
কি কথা কহিতেছিল বাতাসে মিলায়ে গেল পরাণের দ্বারে।
শুধু তার সুরখানি অব্যক্ত পরাণময় করিল আঘাত
নিশীথের মৌন মায়া পশিল পরাণে আসি আজি তার সাথ।
কি দুখে গাহিতেছিল এমন করুণ সুরে এমন নিশীথে?
প্রান্তর ভাসায়ে দিবে গগন ছাপায়ে দিবে সকরুণ গীতে!

বেদনার সেই গানে পরাণ ভরিয়া মোর কত কথা জাগে,
আধ সুখ, আধ দুখ, আধেক বিস্ময়ে মেশা ঘোর চোখে লাগে।
গেয়ে গেয়ে ক্লান্ত সুর অবসন্ন ডুবে গেল সমাপ্তির মাঝে
নীরব বিস্ময়ে ডুবে যাদুমন্ত্রে বিমোহিত ধরণী বিরাজে।
কি ভাবিনু, কি হেরিনু, কি যেন করিনু স্থির—নাহি আর মনে,
জাগিয়া আছিনু কিবা ডুবেছিনু বিস্মৃতির জাগ্রত স্বপনে!

পৌষ ১৩৩০

কোকিল

কাল রজনীতে আমি ঘুম ঘোরে শুনেছিনু কোকিলের গান।
তখন নিশীথ রাতি, ধরণী স্বপন পুরী, আমি ছিনু জাগি,
সহসা সে শান্ত স্তব্ধ তরল তিমিরতলে যামিনীর প্রাণ—
শিহরিয়া উঠেছিল ঝরে-পড়া পাতা যেন পূর্ব্ববায়ু লাগি।
আমি সচকিয়া ত্বরা অলস শয়ন ছাড়ি উঠিলাম বসি
কোন দূর হতে গান ছাইল চেতনা মম সর্ব্বমনে পশি।

দেখিনু আকাশে চাহি অর্দ্ধ-অন্ধকার মাঝে তুয়েকটী তারা,
শুনিনু শ্রবণ পাতি কোথা হতে ভেসে আসে ঝর ঝর গান,
ঝর ঝর ঝর ঝর দিবানিশি অবিরল বহে বারি ধারা
সরসিয়া সিক্ত করি তৃষিত ব্যাকুল তপ্ত ধরণীর প্রাণ।
সেই ঝর ঝর গানে কোকিল মিলাল আসি আপনার সুর,
মিলিত সুরের মায়া নিমেষে রচিল ভবে চারু স্বপ্নপুর।

আপন-হারানো তানে ব্যাকুল বেদনাময় ছাইল গগন,
—ধীরে নেমে আসে গান আপন ব্যথার ভারে অবসন্ন হায়—
বিসুপ্ত ধরণীমাঝে বহে ধীরে তন্দ্রালসা দক্ষিণ পবন,
মর্ম্মরিয়া দলে দলে জীর্ণপাতা ধরণীর পদতল ছায়।
হিল্লোলে হিল্লোলে ভাসি সুরের তরঙ্গ আসি ছাইল চেতনা,
রহিনু স্তিমিত-তারা আঁধার গগনপানে চাহি অন্যমনা।

নাহি জানি কোথা কোন অন্ধকার নীড়ে বসি পত্রচ্ছায়া মাঝে
অবাধে ঢালিয়া দিলে এমন করুণ গীতি নিশীথ নিখিলে !
তোমার পরাণ মাঝে কোন বেদনার তীব্র তপ্ত ব্যথা বাজে ?
তারে তুমি কণ্ঠে তব কোন মায়াবলে কহ হেন ভাষা দিলে ?
নিখিলের মানবের চিত্তমাঝে যে বেদনা অহরহ জ্বলে
তোমার বেদনা সুরে গলিয়া সকল হিয়া ঝরে অশ্রুজলে।

হায় কবি ! এ ভুবনে আমাদেরো চিত্তমাঝে জ্বলে নিশিদিন
কত ব্যর্থ ভগ্নসাধ, বিফল কামনা কত বিদীর্ণ স্বপন !
মানব-অন্তর-সিন্ধু তরঙ্গিয়া গরজিয়া বিরাম-বিহীন
বিষাদের কালো মেঘে ছাইয়া ফেলিতে চাহে গগন তপন।
তারি মাঝে লাগে আসি বেদনা-সজল তব সকরুণ গান
নিমেষে গলিয়া মেঘ তৃষিত ধরণীবুকে ঝরে অশ্রুবান।

কে তোমারে শিখাইল বিষাদ-কোমল গান এত সকরুণ ?
কে তোমারে কয়েছিল নিশীথ ভুবন ভরি ঢালি দিতে সুর ?
তোমার বিভোল গানে আমার পরাণমাঝে বেদনা অরুণ
অশ্রুর প্লাবনে ভাসি—শিশিরে সহস্রদল—সুন্দর বিধুর।
চোখে আসে জল ভরে হৃদয়ে লাগিছে ঘোর নীরব নির্ব্বাক,
তোমার আকুল তানে সুরের তরঙ্গে ধরা যাক ভেসে যাক্ !

ফাল্গুন ১৩৩১

শেলি

হায় কবি তোমা লাগি কাঁদে মম প্রাণ ।
তোমার সঙ্গীত মোরে করিয়াছে দান
অপূর্ব্ব আবেগ আশা । যত সাধ মনে
অর্দ্ধস্ফুট কায়াহীন জাগ্রত স্বপনে
মম চিত্তাকাশে ভাসে লঘু মেঘসম,
তোমাতে পেয়েছে বাণী ওগো বন্ধু মম !
তোমার সঙ্গীত মোরে তুলেছে উল্লাসি
অপূর্ব্ব আবেগে,— ফুটিয়াছে অশ্রু হাসি
বেদনা-নিশীথে মোর । কভু চিত্ত ভরি
বৈশাখী ঝটিকা সম তুলেছে মুখরি
বনান্ত কল্লোল ধ্বনি । বসন্তের বাণী
তব মধু মুগ্ধ গীতি রচিয়াছে আনি
মোহন মায়ায় । তাই আজি তোমা লাগি
স্মৃতির কোমল ব্যথা রহে চিত্তে জাগি !

ফাল্গুন ১৩৩১

শৈলসন্ধ্যা

ঘনায় পুঞ্জিত মেঘ আজি এই সন্ধ্যা অন্ধকারে,
মত্তবায়ু গৃহহারা কেঁদে কেঁদে আসে মম দ্বারে
আঘাতি ফিরিয়া যায়! বনে বনে পাতায় পাতায়
বাজায়ে আকুল বীণা মর্ম্মরিয়া হৃদয় মাতায়
আকুল বেদনা ভরে। আকাশের পানে আঁখি মেলি
দেখি শুধু কৃষ্ণ মেঘ স্তরে স্তরে উঠেছে উদ্বেলি,
মুমূর্ষু বিবর্ণ দিবা শেষ রক্ত কনককিরণে
তুলিয়াছে প্রান্তসীমা উজলিয়া পাণ্ডুর বরণে।
দলে দলে ঝরা পাতা পথে পথে উড়ে চলে আজি
বসন্তে হেমন্ত আসি আপনার অশ্রুভরা সাজি
ভরিবারে চাহে যেন। আজি এই সন্ধ্যার আঁধারে
দূর শৈলপানে চাহি হৃদয় আলোড়ি বারে বারে
কত দূর স্মৃতিসাধ কত অর্দ্ধ-বিস্মৃত স্বপন
—অলস নিদাঘ দিনে তন্দ্রাভরা গন্ধের মতন—
লাগিছে নয়নে মম। এই মম আকুল হৃদয়
দেহের বাঁধনে বাঁধা, চাহ সদা করিবারে জয়
নিখিল ভুবনখানি। যতদূর দেখি মেলি আঁখি
হৃদয় ছড়ায় যেতে চাহে। পথে পথে থাকি থাকি
যেই গৃহ হারা ঝঞ্ঝা চলে যায় নিরুদ্দেশ পানে,
সাধ জাগে তারি সাথে চলে যাই লক্ষ্যহারা প্রাণে
ভুবনের সীমা ছাড়ি। তারি মত পথে পথে যাই
ভবিষ্যৎ চিন্তাহারা আপনারে ভুবনে ছড়াই।

আজি এই অন্ধকারে বসি বসি হৃদয়ে আমার
আরো কত দিবাস্বপ্ন, কত সাধ আসে বারে বার
গুঞ্জরিয়া মৃদু স্বরে। বসে আছি কুসুমের মাঝে,
ফুটেছে গোলাপবালা আপনার অপরূপ সাজে
সুধাগন্ধ ছড়াইয়া হৃদয়ের অতি কাছে আসি
তুলিয়া ধরেছে তার হাসিখানি যেন ভালবাসি!
গন্ধে তার চিত্তে মম রচিতেছে এ কী স্বপ্নমায়া
দিতেছে ঢালিয়া প্রাণে কত গান কত আলো ছায়া।
আবেগে হৃদয় মম মূরছিয়া পড়িবারে চায়
বারে বারে পথ গন্ধ-মাধুরীর কাননে হারায়।
মনে হয়ে তারি সনে ফুল হয়ে ফুটে রই বনে,
তারি মত ঢালি দিই বসন্তের দক্ষিণ পবনে
শোভা-গন্ধ-মধুরাশি! তারি মত ভ্রমরের কাছে
ঢালি দিব আপনারে, যবে আসি চিত্তে মম যাচে
আমার হৃদয়-মধু। কুসুম হৃদয়ে রাখি তাই,
কেশে শিরে সারা দেহে তাই আজি কুসুম ছড়াই,
যদি তার পরশনে হিয়া মম বিকশিয়া উঠে
আমার বন্ধনদশা যদি তার যাদুস্পর্শে টুটে।
সাধ জাগে অলি হয়ে যাই তার হৃদয়ের মাঝে,
হৃদয় ভরিয়া শুনি তার প্রাণে যেই সুর বাজে
গন্ধে ভরা দিবানিশি। দলগুলি পড়ে তার ঝরে
কঠিন ভুতলে যবে, সাধ জাগে আমার অন্তরে
তারি মত ঝরে যাই আপনারে করে দিই শেষ,
গন্ধ-মাধুরীর মাঝে হয়ে যাই চির-নিরুদ্দেশ।

বৈশাখ ১৩৩২

সন্ধ্যায়

সারাদিন ভরি ঝরিয়াছে বারি
সন্ধ্যা নামিছে ভবে,
পথে পথে আজি উতলা পবন
কাঁদিছে কাতর রবে।
মনে লাগে মোর শূন্য সকলি,
হৃদয় আমার উঠিছে আকুলি,
কাতর হৃদয়ে উঠিছে জাগিয়া
বাসনার কত কথা,
বিফল ব্যথার বেদনা হিয়ায়
জাগাইছে আকুলতা।

আজি মোর মনে পড়ে বারে বারে
পদ্মার ভরা বারি,
বহিয়া চলিছে উতলা পরাণ
প্রেমবিহ্বলা নারী।
দূরে অতি দূরে মিশে গেছে কূল,
ভরা বারি রাশি হয়েছে আকুল,
আকাশ, সলিল, মেঘ-এলো-চুল
জলে সব একাকার,
জনহীন চরে এ বিজন সাঁঝে
জাগে শুধু হাহাকার।

সেথা নাহি জ্বলে সন্ধ্যাপ্রদীপ
ঘরের দুয়ার নাহি,
বিভোলা পরাণে একেলা বিরলে
পদ্মা রয়েছে চাহি।
আঁধারে কোথায় শরবন মাঝে
উতলা বায়ুর ক্রন্দন বাজে,
উদাস করিয়া সন্ধ্যা নামিছে
জলে ভরা দুটী আঁখি,
আমার পরাণে তারি ছবি জাগে
বেদনার কণা মাখি।

আমারো হৃদয় তারি মত হায়
চিরদিন নিরজন,
কভু কোন কালে স্নেহভরে কেহ
করে নাই আগমন।
কেহ হাসি শুধু মুখপানে চেয়ে
চলে গেছে অকাতরে,
কেহ বা আসিয়া হৃদয়ের পাশে
দাঁড়াল ক্ষণিক তরে।
তারপরে হায় সবে চলে যায়,
হৃদয় আমার গুমরে ব্যথায়,
কেহ বাঁধিল না আবাস সেথায়,
কেহ জ্বালিল না আলো,
হৃদয় আমার ছেয়ে গেল তাই
গভীর আঁধার কালো!

এখন নামিছে সন্ধ্যা সুধীর
পদ্মার কূলে কূলে,
অস্ত-আকাশে রক্তরাগের
উজ্জ্বল লেখা তুলে।
ঘরে ফিরে আসে ক্লান্ত বিহগ
তরু ফেলে দুখশ্বাস,
অলস আকাশে আলসে ভাসিছে
অলস জলদরাশ।

ভাদ্র ১৩৩২

পরিহাস

যাহারে বেসেছি ভালো সে কখনো ভাল নাহি বাসে।
যারে ভালবাসি নাই, প্রীতি মাগি হৃদয়ের পাশে
সলাজ সঙ্কোচে আসে। দেখি মূরছিয়া পড়ে হিয়া,
আপনারে কহি আমি মনোমাঝে আপনি কাঁদিয়া,
"হের ওই ভীরু সম ম্লানমুখ প্রাণের ভিখারী
তোর পরাণের তরে ফেলে দুখে নয়নের বারি,—
তুই ফিরে নাহি চাস্। তুই যাস্ যার কাছে ছুটে,
—তখন নয়নে তোর দয়া-মাগা কাতরতা ফুটে—
সে তোর আতুর ম্লান অশ্রু-ভরা নয়ন হেরিয়া
ফিরে তোরে নাহি চায়! তখন বঞ্চিত তব হিয়া
বেদনার অশ্রুগানে হৃদয়ের সাগর মথিয়া
ভেঙে পড়ে জীবন-বেলায়।" অমৃত-সন্ধানী হায়
পরাণ বাসনাবনে বারে বারে ভুবন হারায়,
অন্তরে কাঁদিয়া যায় বর্ষার সজল অশ্রুবায়।

ভাদ্র ১৩৩২

মানসী

জীবনের সিন্ধু মন্থি বেদনার অমৃত-গরল
প্রেম কহি তারে মোরা সখি।
নিকুঞ্জের কণ্টক-কেতকী !
অভিমান অশ্রুজল,
ক্ষণে ক্ষণে অকারণে বেদনার অশ্রুনীরে ভাসি
অকারণ হাসি,
আপনারে ঢালি দিয়া পূর্ণ প্রাণে তোরে ভালবাসি।
সুধারাশি
ছেয়েছে গগন
অমৃতধারায় মম সিক্ত দেহমন !

সারাদিন ধরি
প্রহর গনিয়া তোরি তরে
বসি আছি উদাস অন্তরে,
হিয়া ভরি
আনন্দ আশায়।
দিন আসে, দিন চলে যায়,
শূন্য পড়ে থাকে মোর হিয়া,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া
সকল ভুবন ভরি, তোরি খোঁজে বেড়াই ফিরিয়া !

কখনো নয়নে ধাঁধা লাগে,
ছুটে যাই আগে
উৎসুক পরাণে,
তোর হাসিখানি যেন দেখিলাম কাহার বয়ানে !
নিভে যায় হাসি,
গহন অন্তর ভরি ঘনাইয়া আসে অশ্রুরাশি,
ফিরে আসি কাতরে কাঁদিয়া
ব্যথা-দীর্ণ হিয়া।

পথে যেতে যেতে
বারে বারে উঠিয়াছি মেতে,
ভুলিয়া গিয়াছি তোর বাণী,
তখন দেখেছি তোরে, ভাবিয়াছি তোরে নাহি জানি।
আপনারে বারে বারে করি সখি ভুল,
অন্তরের আবেগে আকুল
ছুটে যাই দিশাহারা।
তাই তোরে খুঁজি নানা বেশে
অন্তরের নব নব দেশে।
চারিদিকে পাষাণের কারা,
হতাশে আহত হিয়া আপনার মাঝে
ফিরে আসে অভিমানে লাজে,
অকূল নয়ন ছাপি বহে অশ্রুবান
শুকায় পরাণতলে বেদনার গান !

সুখ দুঃখ দুটী তারে বাজে মম জীবনের বীণা।
ভাবি তুই মোর প্রাণলীনা,
বারে বারে ভুলে যাই কথা।
সকল অন্তর ভরি বিষদাহে জ্বলে তীব্র ব্যথা!
সুখ হাসি নিভে যায় সখি,
চকিতে চমকি
তোর পানে যাই ছুটে,
রূঢ় আলোকের ঘায় নয়নের স্বপ্নমোহ টুটে।
বেদনা বাজিতে থাকে অন্তর ভরিয়া
মরমে মরিয়া,
মূর্চ্ছিত হৃদয়খানি গোপনে বহিয়া পথ চলি,
নিভৃত পরাণ কাঁদে বেদনায় জ্বলি!

আশ্বিন ১৩৩২

ক্ষণিকা

স্বরগ-স্বপন যত দিবানিশি বসি একা একা
এঁকেছি যতনে,
প্রভাত-কিরণে আজি বেদনার অশ্রুজলরেখা
ভাসিছে নয়নে।
শিশিরের সুখ-স্বপ্ন বর্ণে বর্ণে বিকশিয়া ওঠে
ক্ষণিকের তরে,
নিকুঞ্জ-কাননমাঝে গন্ধভরে পুষ্পদল ফোটে
আনন্দের ভরে,
সন্ধ্যার স্বপনতলে তারকার হিয়াখানি ঝলে
ব্যথার মতন,
হৃদয়ের প্রান্তদেশে সুখদুঃখসিক্ত অশ্রুজলে
আশার স্বপন !

রবিকরে শিশিরের সুখস্বপ্ন দহি হয় শেষ,
যায় শুকাইয়া,
কুসুমের হৃদয়ের গন্ধ-বাসনার কোথা লেশ ?
পড়ে মূরছিয়া
বেদনায় পুষ্পদল সুকঠিন রূঢ় ভূমিতলে
ধূলি শয্যাপরে,
সন্ধ্যার অন্তরমাঝে বিকশিয়া যেই তারা জ্বলে
রূপমায়াভরে,

আলোর আঘাত সহি অন্তরের নিভৃত নির্জ্জনে
কাঁদে আজি মম,
সুখের স্বপনমায়া মিলাইল হৃদয়-কাননে
মরীচিকাসম !

যেই হাসিখানি আসি ভেসেছিল ক্ষণিকের তরে
অধরের কোণে,
যেই সুর দূর হতে বাক্যহারা বেদনার ভরে
অন্তর-গহনে
রচিল ভুবন নব,—মিলাইল নিমেষের শেষে
শূন্যতার মাঝে,
কেবল উদাস হিয়া ব্যাকুলিয়া অপূর্ব্ব আবেশে
আলোড়িয়া বাজে !
নিরশ্রু নীরব হিয়া কাঁদে একা গোপন ব্যথায়
কেন নাহি জানে,
কি যেন হারাল আজি তাই চিত্ত কাঁদে হায় হায়
অশ্রুহীন গানে।

কার্ত্তিক ১৩৩২

অভিমান

হাসিখানি দেখেছিনু সখি তোমার অধরকোণে,
দেখিনিত চোখের কোণে জল !
ব্যথার কঠিন পরশ আসি লাগবে কভু তোমার মনে
কেমন করে জান্‌ব তাহা বল্‌ ?
তোমার পাশে এসেছিনু, হেসেছিনু সখি তাই
দেখিনি তোর নয়নতলে ধারা,
সে অপরাধ এতই বেশী, তাহার কোন ক্ষমা কি নাই ?
যাব ফিরে তোমার হাসি-হারা ?

অভিমানের ছলভরে সোহাগভরা রোষের শিখা
ললাটে তোর নাইবা দিল ভাতি !
তোমার করুণ হাসিখানি জ্বলুক স্মিত তারার লিখা
উজল করি আমার আঁধার রাতি।
হাসিখানি অধর ভরি উঠুক ঝলি আলোর মত
পূব গগনে উষা যখন হাসে,
রাত্রি শেষের লাজুক তারার নিবিড় সুখে নয়ন নত
শিশির কণার অশ্রুজলে ভাসে।

মাঘ ১৩৩২

সমাধি

আজি এই বসন্তের প্রথম নিশীথে
পল্লবমর্ম্মরগীতে
বনানীর শাখা ভরি দক্ষিণ সমীর
কাঁপিছে হরষভরে।
ধরণীর
জীর্ণ ম্লান শুষ্ক বাস আজি ঝরি পড়ে,
চারিদিকে আনন্দ-আভাস,
চারিদিকে হরষ-কল্লোল,
নবজীবনের আজি নবীন হিল্লোল
ছেয়েছে ধরণীতল আকাশ বাতাস।

হয়ত যে ব্যথা কভু আসি মোরে করেনি আঘাত,
হয়ত অন্তর ভরি কল্পনায় দেখেছি কেবল,
আজি অকস্মাৎ
—বসন্ত যামিনী আজি গন্ধভরে উতলা চঞ্চল—
সেই স্মুখে বুকে-ঢাকা বেদনা আমার
আমার চেতনা মাঝে আঘাত করিছে বারে বারে।

এ জীবন যেন মোর শেষ হয়ে গেছে ধরাতলে,
ধূলিতলে জীবনের পুষ্প মম ঝরেছে শুকায়ে,
রয়েছে লুকায়ে

আমার সমাধি যেন ঘনবন-ছায়া-অন্ধকারে।
অশ্রান্ত কল্লোলে
নির্ঝর বহিয়া যায় দিবানিশি গান গেয়ে গেয়ে
মুখরি সে নীরবতা সুরের ঝঙ্কারে,
প্রভাতে নিশীথে ছেয়ে
অন্তর-আনন্দ দিয়া ধরণীরে সৌন্দর্য্য-সম্ভারে।

সেদিন ধরণীমাঝে আমি যদি পারি আসিবারে
বিষাদ-আনন্দভরে সকলের হৃদয়ের দ্বারে
যাব বারে বারে।
কেহ মোরে ভুলিয়াছে, কেহ ভোলে নাই।
কারু অশ্রুধারা
প্রাণহীন ধূলিতলে ঝরিছে বৃথাই
বেদনায় বুঝি বাক্যহারা।
এই ধরণীর ছবি
সুনীল আকাশপটে অগ্নিবর্ণ এই স্বর্ণ-রবি,
এই শশী,
নিভৃত গগনতলে সারানিশি একা একা বসি
স্বপ্ন-জাগরণে,
অপূর্ব্ব মায়ার মোহ ছড়াইছে সকল ভুবনে।

এই ফুল, এই হাসিগান
বেদনায় হৃদয়ের কূলে কূলে উচ্ছ্বসিয়া ওঠে অশ্রুবান,
অনুরাগ, রোষ, অভিমান,—
সকলি দেখিব চাহি'
অন্তর উঠিবে গাহি'
বেদনার গান।

হয়ত সমাধি মম নিভৃত নির্জ্জনে
কেহ নাহি জানে !
সন্ধ্যায় পথিক কভু নাহি চলে সে বন বিজনে,
কুসুমসন্ধানে
প্রভাতে কিশোরী আসি রক্ত পদতল
—শতদল-কমল-কোমল—
হয়ত নিমেষে ফেলি চকিত চঞ্চল
আকুল আবেগভরে
আবেশে শিহরে।
অঞ্চলের ফুলগুলি ঝরে পড়ে ধরণীর পরে,
না চাহিয়া ক্ষণিকের তরে
যায় চলি ত্বরা
অজানা বেদনাভরে আঁখি অশ্রুভরা !
হয়ত নিশীথ রাতি সুখের শয়নে,
ব্যথার স্বপনে,
কোমল হৃদয়তলে লাগে ব্যথা তার,
হয়ত আমারে স্মরি না চিনিয়া নয়ন অসার
ভরে আসে দুনয়নে !

আমার সমাধিপরে সন্ধ্যাদীপ নাহি জ্বালে কেহ।
দিনান্তের অবসানে গোধুলির ঘরে-আনা স্নেহ,—
তাও আর নাহি মোর তরে।
নিশীথ প্রান্তরে
উত্তরী শীতের বায়ু বহে সারা নিশি,
সব দিশি
শিশিরের অশ্রুজলে সিক্ত ধৌত করি।

গভীর গুমরি
নীরব বেদনা ভরে সমাধির তলে
শিহরিয়া উঠি বারে বারে।
সন্ধ্যার আকাশে ঝলে
কেবল একটি তারা তরল আঁধারে
নীরব নিমেষ-হীন আঁখি মেলি চাহে
আমার সমাধিপানে।
বসন্তে জীবন যবে আনন্দ-প্রবাহে
ধরণীরে ছায় হাসি গানে,
পল্লব মর্ম্মরি ওঠে, শিহরণ হানে
দিকে দিকে আনন্দ লেখায়,
দিন আসে, দিন চলে যায়,
নিশীথে প্রভাতে
আমার সমাধি ভরি কুসুম শোভাতে
ছড়ায় ধূলির তলে।

নীরব গগন ভরি স্মিত অচপল আঁখি মেলি,
শশীর কিরণ-সুধা গলে,
ধরাতলে কুঞ্জে ফোটে পুঞ্জে পুঞ্জে মল্লিকা চামেলী,
অতীত দিনের স্মৃতি স্মরি দুখে সমাধির মাঝে
আমার অন্তর মথি দীর্ঘশ্বাস বাজে।

হয় তো সেদিন আমি কাঁদিব অতীত স্মৃতি স্মরি,
হয় তো বেদনা-অশ্রু আঁখি হতে ঝরি
ভিজিবে ভূতল।

অতীতের কত সুখ, কত সাধ, কত আশারাশি,
কত গান, কত রূপ, কত স্নেহ, কত প্রেমহাসি
স্মৃতির ব্যথায় মোরে করিবে চঞ্চল !
অথবা সেদিন মম জীবনের শেষে
অপরূপ বেশে
উঠিবে ফুটিয়া হিয়া পল্লব বিকশি
স্তরে স্তরে দলে দলে গন্ধ-মধু-সৌন্দর্য্য-শোভায়।
সুখ-স্বর্গে বসি
অতীতের দুখস্মৃতি বাজিবে সুখের মত গোপন হিয়ায়।
যে প্রিয়া জীবনে মোরে বাসে নাই ভালো,
যে বন্ধু বিপদ দিনে পাশে আসি ধরে নাই হাত,
আজি তারা অন্তরে জ্বালালো
অনির্ব্বাণ স্থিরশিখা প্রণয়ের আলো
মোর লাগি।
মরণ-সমুদ্র তাই আজি অকস্মাৎ
উদ্বেল তরঙ্গগানে মুখরিয়া উঠিয়াছে জাগি।
তাই আজি জীবনের অবসানে জীবনের অতৃপ্ত কামনা
মরণে ভরিল হিয়া অমৃতের কণা।

ফাল্গুন ১৩৩২

প্রেম

আমার অন্তর মথি বেদনায় বাজে যেই গান
প্রেম তারে কহি।
অনন্ত আঁধার ভেদি করি যবে আলোর সন্ধান
দুঃখ ব্যথা সহি।
ভুলে যাই জীবনের ছোট ছোট বেদনার কথা,
স্বার্থের সংঘাত,
পুষ্প-হাসি বিকশিয়া মুঞ্জরিয়া কণ্টকিত লতা
ওঠে অকস্মাৎ।

সংসারের পথমাঝে বারে বারে মূর্চ্ছি পড়ে হিয়া,
স্বপ্ন টুটে যায়,
দিনের আলোক নেভে, অন্ধকার ওঠে গুমরিয়া,
অশ্রু লুটে হায়।
কণ্টক-বিকীর্ণ পথে প্রতি পদে আহত চরণ,
রক্ত পড়ে ঝরি,
তরঙ্গ-উদ্বেল সিন্ধু, প্রতিপদে লঙ্ঘিয়া মরণ
চলে মোর তরী।

নিমেষে নিমেষে শঙ্কা জাগে মম সকল অন্তরে,
মনে লাগে ভয়,
আঁধারে বেড়ায় ফিরি জীবনের অতল গহ্বরে
সন্দেহ সংশয়!

জীবনের অর্থ খুঁজে চিন্তা মোর ব্যর্থ ফিরে আসে,
চিত্ত দিশাহারা,
দুঃখ বেদনায় ভরা এ ভুবন হেরিয়া হতাশে
ঝরে অশ্রু ধারা !

তারি মাঝে ক্ষণে ক্ষণে নিমেষের লাগি প্রাণে মোর
গভীর অন্তরে,
কি স্বপ্ন নয়ন ছায়—চেয়ে থাকি আপনা বিভোর,
সুখ-অশ্রু ঝরে !
যাহারা বেসেছে ভালো, অন্তরে প্রেমের দীপখানি
জ্বালালো যতনে,
তাদের প্রেমের স্মৃতি অন্ধকারে জাগাইল বাণী
আজি মোর মনে।

আমারো হৃদয় মথি বেদনার বীণা তারে বাজে
আনন্দ-ঝঙ্কার,
সন্দেহ-সংশয়-চিন্তা মিটে যায় নিমেষের মাঝে
অন্তরে আমার !
মনে হয় এ ভুবনে মৃত্যু আছে, ব্যথা আছে জানি,
জানি আছে ভয়,
তবু চিত্তে আশা জাগে, বাজে শুধু শেষহীন বাণী
প্রেমের বিজয়।

ফাল্গুন ১৩৩২

বিরাম

অকস্মাৎ কর্ম্মরত নগরীর কোলাহল হতে
বাহিরিয়া এনু এই স্তব্ধ মৌন নীরব জগতে
শান্ত স্মিত শরতের আলোকিত উজ্জ্বল দিবসে।
হেথায় ধরণী-রাণী নীলাঞ্চল পাতি আছে বসে
দিগন্তে মেলিয়া দিয়া করুণ নয়নতারা তুটী।
বনান্ত কুসুম-গন্ধ মৃতু বায়ুভরে পড়ে লুটি
আসি মম হৃদয়ের দ্বারে। মেলিয়া মোহন মায়া,
জাল গাঁথি নীলাকাশে মেঘ-রৌদ্র-হাসি-আলো-ছায়া,
ধরণী বাঁধিতে চাহে আমার অশান্ত হিয়াখানি।
তাই আজি জাগাইছে কর্ম্মহীন বিরামের বাণী
আকাশ বাতাস ভরি। অশান্ত পথিক-হিয়া মোর
নিমেষের তরে ভোলে তীব্র তপ্ত তৃষা। তন্দ্রা ঘোর
ভরে আসে তুনয়নে। ক্ষণিকের তরে হিয়া ভরি
সাধ জাগে তারি মাঝে বেঁচে রই, তারি মাঝে মরি।

আশ্বিন ১৩৩৩

তাজমহল

আমার প্রাণের মাঝে যে স্বপন ছিল ঘুমাইয়া
গভীর অন্তরে,
আজি সন্ধ্যা-অন্ধকার-বিগলিত কিরণে নাহিয়া
নয়ন পল্লবে ফোটে বিকশিয়া রূপ স্তরে স্তরে।
এ পাষাণ গড়েছিল মায়াবলে কোন যাদুকর ?
মুগ্ধ-আঁখি চেয়ে থাকে বাক্যহারা বিশ্ব চরাচর,
হৃদয় ব্যাকুলি ওঠে সৌন্দর্য্যের হতাশ পিয়াসে,
অশ্রুজলে আঁখিপাতা ভাসে।

কূলহীন তলহীন গম্ভীর প্রশান্ত অচঞ্চল
সমুদ্রের বুকে,
পরিপূর্ণ লাবণ্যের অকলঙ্ক শ্বেত শতদল
বৃন্তহারা ফুটিয়াছে সৌরভের গৌরবের সুখে।
কেহ কোথা নাহি কাছে, আপন নিঃসঙ্গ মহিমায়
অনন্ত আকাশ পানে ব্যাকুলিয়া কাহারে সে চায় ?
নিখিল প্রকৃতি আসি ধ্যানমগ্ন হেরে ছবিখানি
শোনে তার সুগম্ভীর বাণী।

শরতের আকাশের কূলে কূলে পরিপূর্ণ আলো,
হাসে পূর্ণশশী।
নির্ম্মেঘ গগনপটে বাণী কার বেদনা জাগালো ?
তারি ছবি ধরাতলে চন্দ্রারাতে পড়িয়াছে খসি।

যমুনা বহিয়া যায় আপনার অবিরাম গতি
ঢাকিয়া আঁধারতলে। তারি কূলে অমলিন জ্যোতি
নিস্পন্দ আকাশ বুকে ভাসে ছবি স্বপন-খচিত
তুষারিত অশ্রু-বিরচিত।

গম্ভীর অম্বরপানে উঠিয়াছে মানবের বাণী
ভেদি অন্ধকার,
"ধরাতলে জীবনের নশ্বরতা ভঙ্গুরতা জানি,
তবু জানি বিশ্বমাঝে জীবনের মহিমা অপার।
রাজ্য ভেঙে যায় যাক্, মৃত্যুমাঝে জীবনের ধারা
রোগ শোক দুঃখ সহি কাল গর্ভে হয় হোক্ হারা,
তবু জানি প্রেম সত্য, রূপ সত্য, লাবণ্য অমর,
সত্য আমি স্মৃতির মর্ম্মর!"

আশ্বিন ১৩৩৩

আকবর

হে সম্রাট বসে আছি আজি তব সমাধির পাশে
একান্ত বিজন,
দূর হতে অরণ্যের অন্ধকার হতে ভেসে আসে
বিহগ কূজন।
নীরব মধ্যাহ্ন বেলা, শব্দহীন নিঃসাড় ভুবন
কেহ কোথা নাই,
অকস্মাৎ মর্ম্মরিলে তরুশাখে মন্থর পবন
চমকিয়া চাই।

জীবনের গতি হেথা আসিয়াছে মন্দ হয়ে ধীরে
নাহিক স্পন্দন,
বন্দী হয়ে কেঁদে ফিরে সমাধির পাষাণ প্রাচীরে
স্মৃতির ক্রন্দন!
কত দিবসের ব্যথা জীবনের আবেগ উত্তাল
গিয়াছে নিভিয়া,
স্মৃতির কন্দরে মম শতাব্দির অন্ধকার জাল
উঠিছে কাঁপিয়া।

সমাধির পরে তব আজি বৃষ্টিধৌত নীলাকাশ
হাসে স্মিত হাসি,
প্রভাতের মুক্ত আলো তারে ঘেরি করিছে উচ্ছ্বাস
ঢালি সুধারাশি।

শরতের পূর্ণা রাতে তোমার আকাশ চন্দ্রাতপ
কিরণ-উজ্জ্বল,
উন্মুক্ত অম্বরতলে উঠিতেছে সুগম্ভীর রব—
মানব-মঙ্গল !

তোমার হৃদয় ভরি জেগেছিল যে মহাস্বপন,
এ ভারত ভূমি
এক ধর্ম্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন
বেঁধে দিবে তুমি।
সমাজ আচারভেদ ধর্ম্মভেদ ভুলে যাবে সবে,
রহিবে স্মরণ,
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন একসাথে হবে
জীবন মরণ।

বিজিত-বিজেতাভেদ ভুলেছিলে হে মহত-প্রাণ
হিংসা ভুলেছিলে,
তোমার মহৎ প্রেমে দূর করি সর্ব্ব অসম্মান
কোলে টেনে নিলে।
হিন্দু-মোস্লেমের দ্বেষ, রাজপুত-পাঠান-মোগল
সংঘাত জিনিয়া,
মহাভারতের স্বপ্ন মেলি স্থির আঁখি অচপল
দেখেছিল হিয়া।

হে সম্রাট জানে নাই ভয় কভু তোমার হৃদয়,
নিয়ত সম্মুখে
সন্দেহ-সংশয়-চিন্তা জয় করি চলেছে নির্ভয়
সব সুখে দুখে।
বিপদের দিনে বন্ধু দাঁড়াইল সরি পার্শ্ব হতে—
একান্ত একাকী
আপন জীবনব্রত সাধিবারে চলিয়াছ পথে
লক্ষ্য স্থির রাখি!

কে এল তোমার সাথে, কে তোমারে ছেড়ে গেল চলে,
চাহ নাই ফিরে,
আপন প্রাণের স্বপ্নে সকল জীবন তব জ্বলে
বিদারি তিমিরে।
হৃদয়ের রক্ত দিয়া পলে পলে আঁকিয়াছ ছবি
যে মহাভারত,
আজিও সম্ভ্রমভরে দেখে শুধু হে সম্রাট-কবি
বিস্মিত জগত।

"মোগল-পারশী-শিখ ভেদাভেদ রহিল না আর,
ঘুচিল কলহ।
নিখিল ভারত ভরি শিহরিয়া উঠিল আঁধার।
দ্বন্দ্ব অহরহ
নিশান্তের স্বপ্নসম অতীতের স্মৃতি শুধু আজি
মিলাইছে মনে,
নবীন প্রীতির মন্ত্র মুখরিয়া উঠিতেছে বাজি,
সকল জীবনে!"

হায় স্বপ্ন যায় টুটে কঠিন ধরার ধূলা লাগি।
দেখি আঁখি মেলি
হিংসা ক্রুর সর্পসম হিয়াতলে রহিয়াছে জাগি।
উঠিছে উদ্বেলি
বিদ্বেষ সমুদ্রসম আস্ফালিয়া করিয়া গর্জ্জন,
ছাইয়া হৃদয়,
নীরব আকাশতলে প্রতি পলে বাজিছে ক্রন্দন
রক্তধারা বয়।

ধরণীর শ্যামশোভা ক্লিষ্ট আজি রক্তের ধারায়,
ভায়ের শোণিতে,
আকাশের শান্ত সৌম্য নীরবতা শুধু ভেঙে যায়
সংগ্রাম ধ্বনিতে।
স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব লাগে, রক্ত ঝরি পড়ে অহর্নিশি,—
ওঠে শূন্য পানে
ক্রন্দন-গর্জ্জন-রোল অভিশাপ-হাহাকার মিশি
কাহার সন্ধানে ?

তোমার সমাধিপাশে বসি আজি মোর পড়ে মনে
তোমার কীরিতি,
নিখিল ভারত ভরি উঠেছিল ধ্বনিয়া গগনে
মিলনের গীতি।
আপন বিজয়গর্ব্ব ডালি দিলে একতার লাগি,
ভুলিলে গৌরব,
তোমার সমাধিপাশে বসে আজি আমি লব মাগি
স্মৃতির সৌরভ !

তোমার মহৎ হিয়া পুনর্ব্বার আসুক ফিরিয়া
আমাদের মাঝে,
আত্মদ্বন্দ্ব-সর্ব্বনাশ আমাদের রেখেছে ঘিরিয়া
অপমানে লাজে !
কল্যাণের পথ মোরা হারাইয়া আঁধারের মাঝে
ঘুরি দিশাহারা,
আমাদের দেশ তাই হতাদরে অপমানে লাজে
আমাদের কারা !

দেশের মহৎ স্বার্থ আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি
দিনু বিসর্জ্জন,
হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্বমাঝে অহর্নিশি রহিয়াছে জাগি
অনন্ত মরণ।
ধর্ম্মের কলহগানে আমরা ধর্ম্মের করি গ্লানি,
নাহি জানি পথ,
অন্ধকার মায়াজাল মুখরি উঠুক তব বাণী
মঙ্গল শাশ্বত !

হে মহৎ তব বাণী নিখিল ভারত ভরি আজি
জাগুক্ আবার,
উঠুক মিলনমন্ত্র সাম্যবাদে কম্বুকণ্ঠে বাজি
টুটিয়া আঁধার।
হিংসা দ্বেষ মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত শঙ্কাভরে
হোক্ শান্ত হোক্,
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক আঁধার বিবরে,
নামুক আলোক।

কার্ত্তিক ১৩৩৩

শাহ জাহান

কাছে আয়, আরো কাছে আয়,

শিয়রে বস্‌রে জাহানারা।

অই দেখ আকাশের গায়   সন্ধ্যার মলিন ছায়ে

জ্বলিছে যে তারা।

ওরি পানে চেয়ে চেয়ে   আমার নয়ন বেয়ে

বহে অশ্রুধারা,

অতীতের স্মৃতিরাশি মনে আসি হৃদয় করিছে মাতোয়ারা।

অই দেখ্ সন্ধ্যার আলোকে

ছবির মতন ভাসে অচঞ্চল আকাশের পটে

নীলজল মন্দস্রোত যমুনার তটে

মর্ম্মর-স্বপন মম তাজ!

বুক মোর ভেঙে যায় শোকে,

শূন্য হিয়া ওঠে গুমরিয়া,

আজি তোরে স্মরি মমতাজ!

কাছে আয়, আরো কাছে আয় জাহানারা,

হৃদয় বিকল মম, আজি মোর চিত্ত আত্মহারা।

একদিন ম্লান সন্ধ্যালোকে

হেথায় বসিয়া,

—ভাদ্রের যমুনাস্রোত কূলে কূলে ওঠে উচ্ছ্বসিয়া

প্রদীপ উঠিছে জ্বলি ঝরোকে ঝরোকে—

সোহাগের হাসি হাসি কয়েছিল মোরে মমতাজ,
"মহারাজ,
তোমার বিশাল রাজ্য, ঐশ্বর্য্য অতুল তব ভবে,
তোমার অন্তরে
মোর লাগি কোথা স্থান হবে ?
দুদিনের পরে
ভুলে যাবে মোরে
যখন জীবন মম নিদাঘের পুষ্পের মতন
শুকায়ে পড়িবে ঝরি কঠিন ভূতলে !"

শুনে অশ্রুজলে
চুমিয়া নয়ন
কয়েছিনু তারে,
"তুমি যদি মোরে ছাড়ি কভু যাও চলি,
অশ্রুর পাথারে
আমার সকল হিয়া উঠিবে উছলি !"
সেই উচ্ছ্বসিত মম হৃদয়ের অশ্রু পারাবার
ছাইবে তরঙ্গজালে সকল জীবন,
দিবানিশি বাজিবে ক্রন্দন,
সকল অন্তর ভরি শূন্যতা করিবে হাহাকার।"

তার পরে একদিন দয়াহীন নিষ্ঠুর মরণ
আমার নয়নমণি করিল হরণ।
ভালবাসি যারে
সাজাইনু মণিরত্নহারে,

বসাইনু হৃদয়ের প্রেম-সিংহাসনে,
অকস্মাৎ আমার জীবনে
দিনান্তের অবসানে মরীচিকাপ্রায়
মিলাইল হায়।
সমস্ত হৃদয় মম উঠিল করিয়া হাহাকার,
অশ্রুর পাথার,
উচ্ছ্বসিয়া উঠিল নয়নে,
হেরিলাম আঁখি মেলি প্রাণহীন কঠিন ভুবনে!

আরো কাছে আয় জাহানারা,
হেরি তোর নয়নের তারা,
হেরি তোর মলিন বয়ান,
তোর জননীর কথা আজি মোর শুধু পড়ে মনে।
এ ভুবনে
হাতে হাতে ধরি এক প্রাণ
চলেছি দুজনে।
জীবনের সুখদুঃখ যত
সহিয়াছি দোঁহে এক সাথে,
আঘাতে সংঘাতে
এক সাথে রয়েছি নিয়ত।

আজি আমি একা ধরাতলে,
জীবনের দিন মম আসিছে ফুরায়ে
স্মৃতির কানন হতে প্রতিদিন কুসুম কুড়ায়ে
করিয়াছি পূজা তার।

আজি হায় নয়ন-আসার
ফুরায়ে গিয়াছে মোর হৃদয়ের মাঝে।
স্বপ্ন-বিভাসিত সাঁঝে
রহিয়াছি চাহি তাই মেলি শ্রান্ত আঁখি।
অঙ্গে সুধা মাখি
কিরণে করিয়া স্নান
অনন্ত আকাশে তাজ করে মম প্রিয়ার সন্ধান।
রজত কিরণস্রোতে ভাসাইয়া শুভ্র দেহখানি
মুছে যায় বেদনার বাণী,—
জাহানারা মুছে গেল, মুছে গেল আঁখিপট হতে
ভেসে গেল বন্যাস্রোতে অকূল আলোতে।

কার্ত্তিক ১৩৩৩

জাহানারা

ঐহিকের সর্ব্বসুখ-সম্ভোগ বঞ্চিতা
জনম-দুখিনী তুমি সাজাহান-সম্রাট-দুহিতা।
তোমার সমাধি পাশে দাঁড়াইয়া মোর আঁখি ভরি
অশ্রু উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, হিয়া মম উঠিছে গুমরি
অতীতের স্মৃতির ব্যথায়।
বর্ণে বর্ণে বিকশিয়া আপনার অপরূপ মায়া
মোগল মহিমা ছবি চিত্তে মম লভিতেছে কায়া,—
আসে চলে যায়
হৃদয়ের পথ দিয়া জনতার মাঝে
আমীর উজীর কত, কত রাজা মহারাজা, কত স্মৃতি-বিজড়িত সাজে।
সেনাপতি যায় চলে আপনার বিপুল বাহিনী
গরব-গৌরবভরে বিজয় কাহিনী
দিকে দিকে করিয়া প্রচার।
অন্তঃপুর-দ্বার
সহসা খুলিয়া যায়, দেখি আঁখি মেলি
জীবন তরঙ্গভঙ্গে রঙ্গভরে উঠিছে উদ্বেলি।
কত হাসি, কত গান আসি
হৃদয়বেলায় লুটে,
অশ্রুরাশি
পড়ে টুটে,
নিভে যায় গান
আঁধার বিজন পুরী কাহারো পরাণ।

নৃত্যপরা চটুল চরণে
বরণে বরণে
ঝলকিয়া ওঠে পেশোয়াজ,
মণিময় সাজ
ঠিকরে নয়ন,
বর্ণ-গন্ধ-হাসি-রূপ-গানে ভরা নিখিল ভুবন।

তারি অন্তরালে চলে জীবনের সুগভীর ধারা।
সেথা আসি বাক্যহারা
মুখর চপল সুখদুখ।
শুধু দুটী হৃদয় উন্মুখ
গোপনে রেখেছে সেথা সাধনার ধন
যতনে সঞ্চয় করি।

একজন
বাহিরের বিশ্ব হতে মাণিক আহরি
আপনার হৃদয়ের বেদনারে দিল নিত্যকায়া,
অমলিন অশ্রুকণা তাজ তার হৃদয়ের ছায়া।
জাহানারা গভীর গোপনে
লুকায়ে রাখিল ব্যথা আপনার মনে,
হাসি দিয়া অশ্রুরাশি ঢাকি
সহিল গহন ব্যথা একান্ত একাকী।
রাজ্যচ্যুত রাজ-পিতা সম্রাটেরে গভীর আদরে,
জননীর মত স্নেহভরে,
টানি নিল বুকের ছায়ায়।
মুছাতে চাহিল তার নয়নের জল,—
সর্ব্বহারা রিক্ত নিঃসম্বল

ভিখারিণী যেন চায়
ঘুচাইতে জগতের দারিদ্র্যবেদনা।
সেই তার কঠিন সাধনা
পলে পলে যুগে যুগে হৃদয়ের মাঝে
বহিল জীবন ভরি ধরণীর কাজে।
নৃত্য-গান হাসি-আলো নিভে গেল কবে আচম্বিত
স্মৃতি তব ধরা ভরি ধ্বনিতেছে অনাদি সঙ্গীত।

হে সম্রাটবালা,
চাহ নাই সিংহাসন, চাহনি মুকুট মণিমালা,
আপনি মাগিয়া নিলে আপনার লাগি
দুঃখ, ব্যথা, অপমান, কারাবাস কঠিন জীবন,
পলে পলে দুঃসহ বেদন।
রাজ-ভিখারিণী তুমি ঐশ্বর্য্য-বিরাগী,
তাই তব সমাধির পরে
স্তরে স্তরে
বিছায়ে রেখেছে শুধু শ্যাম তৃণদল,—
সম্রাটের দুহিতার জীবনের অন্তিম সম্বল।
"মম সম দীনা তরে
শ্রেষ্ঠ আভরণ
যেই তৃণ ধরণীতে ফুটে ওঠে হাসির মতন।
ছেয়োনা সমাধি মোর পাষাণ মর্ম্মরে।"

বিলাসমন্দিরমাঝে ঐশ্বর্য্যের প্রাসাদঅঙ্গনে
কে তোমারে রাজবালা শিখাইল কবে
ধূলিতলে সবি ধূলি হবে ?

রাজ্য আজি টুটে গেছে, সিংহাসন স্বপনের মত
মিলালো কোথায় !
শূন্য প্রাসাদের কক্ষে প্রতিধ্বনি কাঁদে অবিরত
বয়ে যায় দক্ষিণের বায়।
কাহারো চরণপাতে নাহি ভাঙে স্তব্ধ নীরবতা,
যুগান্তের পুঞ্জিত বারতা
রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগাইছে বাণী,—
ভাষা খুঁজে নাহি পায়,
উচ্ছ্বসিত নীরব ব্যথায়
অতীতের স্মৃতিকথা বারে বারে প্রাণে দেয় আনি।

শ্যাম তৃণদল
সবার এড়ায়ে দৃষ্টি, মোহন কোমল
প্রাণ রস মেলি,
নীরব চরণ ফেলি,
যুগ হতে যুগান্তের পানে
চলিয়াছে কিসের সন্ধানে।
তোমারি প্রাণের মত স্নিগ্ধ স্নেহভরা
ধূলির ধূসর গ্লানি দূর করি শ্যামা করে ধরা।

কার্ত্তিক ১৩৩৩

আশ্বাস

সংসারের পথ দিয়া যাব চলি নির্ভীক পরাণে
অন্ধকার মুখরিয়া উদ্দীপিয়া সঞ্জীবনী গানে,
আঁধারে জাগায়ে বাণী। আপনার অন্তরের তলে
আপনার বেদনায় যে আগুণ অহর্নিশি জ্বলে,
—অতৃপ্তির অভিমান, অবসন্ন স্বপনের শেষে
হতাশে ধূলায় লোটে পুষ্পদল হৃদয়ের দেশে,
অপূর্ণ কামনা কত, কত আশা, আকুল বাসনা,—
সেই বহ্নিশিখা মম জাগাইবে কঠিন সাধনা
সকল জীবন ভরি। জীনের অন্ধকার পথে
যারা সবে দলে দলে জীর্ণ পাতা ভেসে চলে স্রোতে,
তাহারা ক্ষণিক তরে শিহরিয়া উঠিবে আবেগে,
আঁধারে খুঁজিবে পথ। উঠিবে হৃদয়তলে জেগে
নবীন স্বপনসাধ। ধরণীর ধূলিতলে বসি
উন্মুক্ত অম্বরপানে সারা হিয়া উঠিবে নিঃশ্বসি,
যেথায় তপন হাসে, যেথা বহে দক্ষিণ পবন
যেথায় বেদনাতলে নিত্য জাগে হর্ষ উন্মাদন!

যে আশা অবিচলিত চিত্তে হেরে অন্ধকার পথ,
মনে জানে ধ্বংস মাঝে লুপ্ত হবে সকল জগত,
হয়ত সকল স্বপ্ন স্বপ্ন শুধু রবে চিরদিন,
দিগন্তের মরীচিকা চিরকাল সুদূর-বিলীন,
তবু জেগে রহে চিত্তে, তবু রচে নূতন ভুবন,—

যে বীর্য্য বিপদ হেরি বিপদেরে করে আলিঙ্গন,
মরণের সিন্ধু লঙ্ঘি নব স্বর্গ চাহে রচিবারে,
জাগাইতে চাহে আলো সৃজনের আদিম আঁধারে,
অন্যায়ের অবসানে মানবতা নবীন গৌরবে
জাগিবে ধরণীতলে,—সেই আশা, সেই বীর্য্য হবে
কণ্টক-আকীর্ণ পথে আমাদের পথের সঞ্চয়,
তাহারি আশ্বাসবলে ধরা তলে আমরা অজয় !

পৌষ ১৩৩৩ হুমায়ুন কাবির

শিল্পী

আপনার অন্তরের অন্তরালে বসিয়া একাকী
গহন গোপনে,
মায়ার প্রাসাদ রচি হৃদয়ের আশা দিয়া আঁকি
সোনার স্বপনে।
তাহারি নিভৃত কক্ষে সবাকার আঁখির আড়ালে
সযত্ন প্রয়াসে,
আপনার মানসীরে সাজাই কাঞ্চন-মণিজালে
অপরূপ বাসে।

দেখেছিনু পথে যেতে কবে কোথা নীল আঁখি দুটী,
কার হাসি খানি ?
অশান্ত অলক চূর্ণ পড়িয়াছে আঁখিপরে লুটি
কেন নাহি জানি।
চকিত চোখের তারা চেয়েছিল বুঝি মোর পানে
কৌতূহল ভরে,
সকল জীবন মম স্মৃতি তার ভরি দিল গানে
গভীর অন্তরে।

আপনার মনে আমি রচি তারে নূতন করিয়া
যারে ভালবাসি,
সাজাতে মোহনবেশে খুঁজে ফিরি ভুবন ভরিয়া
সুধা-গন্ধ-হাসি।
যে হাসি স্বপন সম ভেসেছিল ক্ষণিকের তরে
অধরের কোণে,
আমার প্রিয়ারে ঘেরি সে হাসির সুধারাশি ঝরে
আমার ভুবনে!

মাঘ ১৩৩৩

অনাদৃত

আপন হৃদয়বেগে ধেয়ে যবে চলি আত্মহারা
না চাহি পিছনপানে, গগনের চন্দ্রসূর্য্যতারা
হাসি-আলো চারিদিকে দেয় ঢালি অকৃপণ করে,
দক্ষিণ সমীর আসি গাহে গান আমার অন্তরে।
হৃদয়ের সাথে লাগে হৃদয়ের আঘাত সহসা,
সে গতি থামিয়া যায়। অকস্মাৎ গহন তমসা
নিখিল ভুবনে নামে, নিভে যায় পরাণের গান
অশ্রুরাশি উচ্ছ্বসিয়া ছেয়ে আসে সকল পরাণ।

পায়নি ভরসা কভু, তবু আশা জাগে হিয়া ভরি।
অকারণে ভালবাসি দেহমন উঠিছে গুমরি
বিকশিয়া আপনারে গন্ধ-মধু-মাধুরীর ভারে।
সকল জীবন যারে অর্ঘ্য দিয়া চাহি বরিবারে,
অর্ঘ্য মম নাহি লয়ে যায় চলে অলস হেলায়,
নিমেষে লুটায়ে পড়ি আপনারি হৃদয় বেলায়।

মাঘ ১৩৩৩

বসন্তে

আজকে রাতে চাঁদের সাথে মেঘের লুকোচুরী,
অবাক চেয়ে থাকি,
দখিন হাওয়া আকুল হয়ে পথে বেড়ায় ঘুরি
মুগ্ধ পরশ মাখি।
বসেছিনু আপন ঘরে হঠাৎ সেথা আসি
অলস হিয়া মুখর করি বাজাল তার বাঁশী,
বাইরে ছুটে আসতে চাহে সকল চিত্ত মম
ফাগুন প্রাতে পুষ্পকোরক সম।

আকাশপানে চাহি ওঠে হৃদয় ব্যাকুলিয়া
কেহ নাহি জানি!
মেঘের মাঝে ভাসাতে চায় স্বপনতরী হিয়া,—
স্বপনভরা বাণী।
মনের কোণে কোণে কাঁদে যত গোপন আশা
বসন্তে আজ কেমন করি হঠাৎ পেল ভাষা?
শুনি বসে আধেক আলো আধেক ছায়ার মাঝে
হৃদয়তলে যে গান আমার বাজে!

তরুশাখায় বাজায় বীণা উতল হাওয়া আজি,—
রক্তধারায় মম,
আকাশকোণে উঠছে জমে কাজল মেঘরাজি
ঝড়ের আভাস সম।
নিভবে শশী নিভবে তারা নামবে অন্ধকার,
ধরার বুকে উঠবে জাগি ঝড়ের হাহাকার,
দুলবে তরী সাগরবুকে মরণমাঝে ভাসি,
স্মরণে মোর হৃদয় ওঠে হাসি।

ভুলব যত সুখের আশা ক্ষুদ্র বেদন যত,
ভুলব আপনারে,
ভেসে যাব ঝড়ের সাথে ঝরা পাতার মত
মরণ সাগরপারে!
গুমরে ওঠে দখিন হাওয়া অন্ধকারের মাঝে
চিত্ত আমার কাহার দুখে গভীর সুরে বাজে,
গৃহছাড়া পথিকসম উদাস মনে ফিরে
কাহার গোপন অশ্রু-নদীর তীরে?

মাঘ ১৩৩৩

নিশীথিনী

পূর্ণিমারাত হৃদয়ে মোর কেন এমন করে
জাগায় আকুলতা ?
প্রজাপতির পাখার মত ধূলায় পড়ে ঝরে
প্রতিদিনের কথা।
দিনের বেলা আলোর মাঝে প্রাসাদ রচি কত,
কতই কিছু চাহি,
সাঁঝের সাথে স্বপনরাশি আসে বানের মত
হৃদয়ে গান গাহি।

ভুলি সকল সুখের আশা, দুখের স্মৃতি ভুলি,
হারাই বুঝি দিশা,
কোথায় থেকে আসল নামি দখিন দুয়ার খুলি
এমন ফাগুন নিশা ?
ললাটে তার তিলক ঝলে পূর্ণ শশীখানি,
অধরভরা হাসি,
কাজল কালো মেঘের রাশি কবরী তার জানি,
ভূষণ তারার রাশি।

ছায়ার আঁচল লুটিয়ে পড়ে ধরার বুকে আসি,
গভীর নয়ন দুটী,
গহন মায়া ছড়ায় মনে, আমায় ভালবাসি
হৃদয়ে রয় ফুটি।
দখিন হাওয়া বাজায় বাঁশী উদাস করি হিয়া,
সকল দেহ মম,
রূপের মদির সুরায় ওঠে হৃদয় ব্যাকুলিয়া
লুব্ধ ভ্রমরসম !

ভুবন ভরি বেড়ায় ফিরি লঘু চরণপাতে,
উদাসকরা গানে,
আকাশ দুয়ার খুলে চলে যাবে নবীন প্রাতে
কাহার প্রেমের টানে ?
উষার আলোর স্রোতে ভাসি চল্‌বে তাহার তরী
সুদূর পানে নিতি,
স্মৃতি তাহার রইবে জাগি দীর্ঘ দিবস ভরি,
গাইবে হিয়া গীতি।

ফাল্গুন ১৩৩৩

সান্ত্বনা

বন্ধু, তোমার করুণ পরশখানি
আমার প্রাণের আঁধারে জাগায় বাণী।
তপ্ত ললাটে রেখেছিলে তুমি কর,
নিমেষে উঠিল ভরি মম অন্তর,
সকল হৃদয় আকুলি উঠিল গানে
ফাগুন আসিয়া মধু হাসি হাসে প্রাণে।

হয়ত পরশ করেছিলে ভালবাসি
ভাবিয়া সকল পরাণ উঠিছে হাসি।
হয়ত পরশ করেছ করুণাভরে,
হয়ত আমার ব্যথায় অশ্রু ঝরে
তোমার নয়নে, তাই কাছে আসি মম
বুলাইলে হাত ললাটে আপন সম।

যাহা ভাবি তুমি পরশ করেছ মোরে
নিমেষেতে দিলে সুধায় জীবন ভরে।
ভাল যদি মোরে নাহি বাস খেদ নাহি,
সকল জীবন আনন্দে ওঠে গাহি,
তোমার পরশ পেয়েছি আমার ভালে
সে কথা জীবনে ভুলিব কি কোন কালে ?

দেখেছি কাজল কালো আঁখি ছুটী তব
ঝলসে কিরণ খনে খনে নব নব।
চকিত রোষের বিদ্যুৎ ওঠে ঝলি,
করুণায় কভু আঁখি ধারা পড়ে গলি,
সোহাগের হাসি শরত রৌদ্রসম
আলোকে ভুবন ভাসায় হৃদয়ে মম।

জীবনে আমার সুধা ভাণ্ডার ভরি
সঞ্চয় তারে রাখিব যতনে করি।
যখন হৃদয়ে শুকায়ে আসিবে গান,
মূরছি পড়িবে হতাশায় মম প্রাণ,
তখন তোমার হাসির কিরণরাশি
তুলিবে আঁধার অন্তরে উদ্ভাসি!

তোমারে ঘেরিয়া আমি যদি রচি গান
নিয়োনাক দোষ, ভরিওনা রোষে প্রাণ।
আমা হতে দূরে রবে তুমি চিরদিন
হৃদয়ে তোমার বাজিবে যখন বীণ,
দূর হতে আমি ভিখারী-নয়ন মেলি
হেরিব তোমার জীবনে সুখের কেলি।

ফাল্গুন ১৩৩৩

জন্মদিনে

কেন জন্ম হল মম তাই বসি ভাবি আজি মনে।
ফাল্গুন উতলা প্রাতে পুষ্পসম কেন অকারণে
উঠেছিনু ফুটি মম জননীর কোলে ? দুঃখে সুখে
দিবস রজনী শুধু অনিবার চলেছি সম্মুখে।

প্রভাত আলোক আজি অন্ধকার মেঘের মালায়।
বহিছে উত্তর বায়ু। সঙ্গীহীন এ বন্দীশালায়
কে নিষ্ঠুর ফেলেছিল অসহায় শিশুটীরে টানি
কিসের লাগিয়া ? ধরণীর ধূলিতলে শির হানি
শুধাই উত্তর তার। কেহ কিছু কহে নাক আসি
কঠিন পাষাণে লাগি ফিরে আসে তিক্ত অশ্রুরাশি,
না বুঝিয়া ব্যথাভরে কেঁদে ওঠে সারা দেহ মন,
জীবনে আঁধার নামে, নিভে যায় আকাশ তপন।

২

কেন জন্ম লভেছিনু নাহি জানি, শুধু জানি মনে
জন্মিতে চাহিনি কভু। কেন অনাদরে অকারণে
ধরাতলে বিকশিল জীবন আমার ? অর্থ খুঁজি
চিত্ত মম পরিশ্রান্ত। তবু জানি বুঝি নাহি বুঝি
আমারে চলিতে হবে দিবানিশি সন্মুখের পানে,
অনন্ত আঁধার ভেদি কোথা কোনো আলোর সন্ধানে।

আলো কি কোথাও আছে ? তাই নাহি জানে হিয়া মোর,
শুধু জানে চারিদিকে অন্ধকারে বহে অশ্রুলোর,
দারিদ্র্য-যাতনারাশি, ক্ষুধিতের ক্ষুধার বেদনা,
বঞ্চিতের ক্ষুব্ধ রোষ, অন্যায়ের পুঞ্জ আবর্জ্জনা
জমিয়াছে যুগে যুগে। এই মৃত্যু-নরকের মাঝে
স্বরগ আনিতে হবে, যে স্বপন-স্বরগ বিরাজে
সকল জাগ্রত-স্বপ্নে। সেই স্বর্গ কভু কি আসিবে,
তিমির রজনীশেষে পূর্ব্বাচলে অরুণ হাসিবে ?

ফাল্গুন ১৩৩৩

শিশু

বেদনার ভারে বিবশ হৃদয়খানি,
পথে পথে শুধু ঘুরিয়া মরেছি টানি।
সন্ধ্যা-আঁধার নামিছে ধরণীতলে,
অস্ত-আকাশে সোণার তপন ঝলে,
উদাস পবনে ধরণীতে পলে পলে
বাজিয়া উঠিছে উতলা ব্যাকুল বাণী।

তরুশাখারাশি গুমরিছে থাকি থাকি
একেলা কাঁদিছে কুলায়ে কাতর পাখী।
গৃহ-হারা জন গৃহ লাগি কাঁদি ফিরে,
ঊর্ম্মি-রোদন জাগে হৃদয়ের তীরে,
সাথীহারা হিয়া কেঁদে খোঁজে সঙ্গীরে
নয়ন সলিলে ধরণীর ছায় আঁখি!

মানুষের কাছে পেয়েছি হেলার হাসি
উপহাস শুধু আঘাত করেছে আসি।
আজি সন্ধ্যায় হৃদয় আবেগে মম
শিশুর পরশ লাগিল স্বপনসম,
হৃদয়কাননে বিকশিল নিরুপম
নববসন্তে ফুলদল রাশি রাশি।

রেখেছিনু আমি কপোল কপোলে তোর,
শান্তিতে মম ভরেছিল অন্তর।
শিশুর মতন তোমার মুখের হাসি
আপনার মুখে ফুটাইনু ভালবাসি,
জুড়ালো আমার প্রাণের বেদনা রাশি
দুখ নিশীথিনী বুঝিবা পোহালো মোর।

তোমার জগতে বাস করেছিনু আমি
গিয়েছিল প্রাণে সকল ঝঞ্ঝা থামি।
স্বপন জড়ায়ে চাহিনু তোমার পানে,
সকল হৃদয় ভরিল আমার গানে,
নয়ন ভরিল সজল অশ্রুবানে,
জীবনে আমার স্বরগ আসিল নামি।

ফাল্গুন ১৩৩৩

সাধনা

সঙ্গহীন সুখহীন সুখ-আশাহীন
দীর্ঘ পথে একা একা দীর্ঘ নিশিদিন
তোমারে চলিতে হবে হৃদয় আমার।
বিরল নিকুঞ্জ গৃহ, প্রেম পুষ্পহার
প্রণয়-সান্ত্বনা বাণী, স্নেহ অন্তরাল,—
সে নহে তোমার লাগি। কঠোর ভয়াল
কণ্টক-আকীর্ণ পথে আপনার হিয়া
আশঙ্কা-সঙ্কটমাঝে যতনে বহিয়া
নিবিড় তিমির ভেদি নিঃশঙ্ক অন্তরে
তোমারে চলিতে হবে। রাত্রির গহ্বরে
কোথায় সুদূরে জ্বলে ক্ষীণ আলো রেখা,
তাই লক্ষ্য করি তোরে যেতে হবে একা।
হয়ত শ্মশান-বহ্নি অমঙ্গল-আলো
অশুভ লোহিত দীপ্তি তিমিরে জাগালো,
হয়ত প্রদীপ ক্ষীণ প্রবল পবনে
এখনি নিভিয়া যাবে। একলক্ষ্য মনে
সেই ক্ষীণ রশ্মি পানে চল নিশিদিন,
জাগায়ে জীবন ভরি সাধনা কঠিন।

ফাল্গুন ১৩৩৩

জয়

যদিও সকল দেহ টলে বেদনায়,
যদিও নয়ন ছাপি অশ্রুধারা ঝরে,
অন্তর-ভুবন যদি অন্ধকারে ছায়,
হৃদয় গুমরি ওঠে বেদনার ভরে,
জীবনের কুঞ্জবনে ঝরে পুষ্পরাশি,
সহসা নিভিয়া যায় সব আলো হাসি,
নিঃসঙ্গ অন্তর ওঠে ব্যথায় উদাসি,
একাকী চলিতে পথ হবে তবু মোরে।

হয়ত উদাস সন্ধ্যা নামিছে ভুবনে,
নির্জ্জন বনান্ত প্রান্তে ঘনায় আঁধার,
একাকী বসিয়া শূন্য মন্দির-অঙ্গনে
অন্তরে ঘনায় মম বেদনার ভার।
সমস্ত দিবস ভরি কর্ম্ম কোলাহলে
ভুলে যাই যে বেদনা হৃদয়ের তলে
প্রচ্ছন্ন কণ্টক মত অহর্নিশি জ্বলে,
সন্ধ্যায় নূতন করি জাগে স্মৃতি তার

জীবন সম্মুখে মম প্রসারিত আজি,
নয়ন মেলিয়া হেরি দীর্ঘ পথ রেখা,
যাত্রার প্রারম্ভে মম আনন্দের সাজি
নিষ্ঠুর হরিয়া লবে, ছিল ভালে লেখা?

উদ্বেগ আশঙ্কা নাহি, নাহি আশা পথে,
হিয়া কাঁপিবেনা ডরে আঁধারে আলোতে,
নিস্পন্দ হৃদয় বহি চলিব জগতে,—
টানি শ্রান্ত তনুখানি যাব চলি একা।

আমরা মানুষ-শিশু এ ধরণীতলে
স্বরগ রচিতে চাহি কঠিন প্রয়াসে,
স্বপন কখন মুছে যায় অশ্রুজলে,
পরাণ তৃষিত শুধু প্রাণের পিয়াসে।
যাহারে ঘেরিয়া রচি সব হাসি গান,
যাহার অন্তরে করি আলোর সন্ধান,
সহসা হৃদয়ে লাগে কঠিন পাষাণ
জীবন শুকায়ে যায় বুভুক্ষু হতাশে।

প্রাণের পিয়াসা মম থাক মর্ম্মতলে,
সকল বেদনা হোক পুঞ্জিত নীরবে,
দুরূহ কঠিন পথে দুঃখ পলে পলে
বহিয়া চলিতে হবে মানব-গরবে।
আপন বেদনা দিয়া রচি স্বর্গ নব,
উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলে গীতি-কলরব,
সুখহীন, সুখ-আশাহীন পথ লব
আপনার পথ বলি বরিয়া গৌরবে।

ফাল্গুন ১৩৩৩

নিরুপায়

হে বন্ধু বেদনা-দিনে দাঁড়াব তোমার পাশে আসি,
সে তো হইবার নহে। যত তিক্ত বেদনার রাশি,
অশ্রুধারা শুকাইয়া মরুসম জ্বালাইছে হিয়া
দূর হতে মূক-আঁখি নেহারিব আমি দাঁড়াইয়া।
কাছে আসি নেব তব বেদনার ভার মম শিরে,
আপনি কাঁদিয়া দুখে মুছাইব তব অশ্রুনীরে,
তাহার ক্ষমতা কোথা? আপনার অক্ষমতা হেরি
ধিক্কার জাগিছে আজি সকল জীবন মম ঘেরি।

বারে বারে চাহিয়াছি পাশে গিয়া দাঁড়াইতে তব,
স্নেহের করুণাভরে সান্ত্বনার বাণী নব নব
শুনাতে তোমারে নিতি। পথে গিয়া আসিয়াছি ফিরে
সহস্র ভাবনা-ভারে সঙ্কোচ-জড়িত পদে ধীরে।
তোমারে যুঝিতে হবে একা এই বিপুল ভুবনে
আমি দূর হতে রব চাহি অশ্রু-সজল নয়নে।

ফাল্গুন ১৩৩৩

স্বপ্নশেষে

ভুলিব না কোনদিন তোমারে যে বেসেছিনু ভালো,
তুমিও বেসেছ ভাল ভাবি গৃহে জ্বেলেছিনু আলো,
উৎসবের বাঁশী বাজি ছেয়েছিল সকল জীবন।
ভেবেছিনু জীবনের পথে যাব একলক্ষ্য-মন,
পেয়েছি পথের সাথী, অন্ধকার রাত্রি-পরপারে
আলোর সন্ধানে যাব। তুমি আসি জাগাবে আমারে
পথের বিপদে যদি আঁখি কভু ছেয়ে আসে ঘুমে,
শিহরিয়া উঠি যদি মৃত্যুর প্রলয়-বহ্নি-ধূমে।

সে স্বপ্ন টুটিয়া গেছে, তুমি গেছ দূরে সরে আজি,
আজি মোর সারা প্রাণে বিরহের বাঁশী ওঠে বাজি,
বারে বারে সাধ জাগে পরিশ্রান্ত শিশুর মতন
লুটায়ে ভূতলতলে বরি লব শীতল মরণ।
তারি মাঝে স্মৃতি তব জেগে থাক্ অগ্নিশিখাসম
করুক নিঃশেষ দহি জীবনের অবসাদ মম।

ফাল্গুন ১৩৩৩

উন্মাদ

সুদীর্ঘ রজনী ভরি বিনিদ্র শয়নে একা একা
স্বপ্ন শুধু গাঁথি,
চোখে ভাসে শ্রাবণের পুঞ্জীভূত স্তব্ধ মেঘরেখা,
তারাহীন রাতি।
বৃষ্টি ধারা নাহি ঝরে, থেমে গেছে বায়ু চলাচল,
মৌন চরাচর,
অদৃশ্য আঁধারতলে নদী বহে আবিল ধূমল
নিষ্ঠুর প্রখর।

তারি কূলে একা ফেরে দিশাহারা পাগল পথিক
উদ্ভ্রান্ত অন্তরে,
অন্ধকার-যবনিকা ভেদ করি আঁখি নির্নিমিখ
চাহে কার তরে ?
রুক্ষ জটাজাল কেশ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ কঠিন উন্মাদ,
জ্বলে আঁখিতারা,
তারা-দীপ-নির্ব্বাপিত নভোপানে তীব্র আর্ত্তনাদ
ওঠে বাক্যহারা।

শিহরিয়া চাহি বন্ধ করিবারে আঁখিতারা মম,
দৃষ্টি ফিরাইতে,
অন্ধকার ভেদি জ্বলে প্রজ্জ্বলিত লৌহফলাসম
ভীত ত্রস্ত চিতে।
আঁখি শুধু অনিমিখ অপলক দৃষ্টি মেলি চাহে,
শুধু দেখে তারে,
সমস্ত অন্তর জ্বলে অশ্রুহীন প্রখর প্রদাহে
মৃত্যু-অন্ধকারে।

শীর্ণ বাহু-অস্থি দুটী বিক্ষোভিয়া আকাশের পানে
উন্মাদ ব্যথায়,
লুটায়ে কণ্টকবনে ব্যথা-বিষ তিক্ত দীর্ণ প্রাণে
কাহারে সে চায় ?
অন্ধকারে প্রেতসম গৃহহারা একা কেঁদে ফিরে
কাহার লাগিয়া ?
বিস্ফারিত আঁখি মম দেখে তারে প্রোজ্জ্বল তিমিরে
সশঙ্কিত হিয়া।

চৈত্র ১৩৩৩

পূর্ণতা

শুধু দুদিনের লাগি এসেছিলে এ জীবনে মোর
তাহারি সৌরভে মম সারা হিয়া উন্মন বিভোর
জীবনে রয়েছে আজো। নিশিশেষে স্বপনের সম
এ জীবনে হাসি তব নিমেষে মুছিল নিরুপম,
ঘুচিল সুখের আশা, দূর হতে গেল দূরান্তরে,
হতাশা উঠিল কাঁদি অন্ধকার নিঃসঙ্গ অন্তরে।
তবু তুমি এসেছিলে তার লাগি বীণা বাজে মনে,
তোমার প্রীতির স্মৃতি সুমধুর কোমল বন্ধনে
ছিন্ন এ জীবন মম বাঁধিয়া রাখিবে চিরদিন
অন্তরে ধ্বনিবে তব আগমনী বিরামবিহীন।
জীবন ভরিয়া তব শ্রাবণের প্লাবনের মত
নামুক সুখের বান, দিক ঢালি সুধা অবিরত
তোমার অন্তরে ধরা, দূর হতে সুখ হেরি তব
মিটিবে প্রাণের ক্ষোভ, তব সুখে আমি সুখী হব।

চৈত্র ১৩৩৩

রবীন্দ্রনাথ

প্রভাতের দীপ্ত রবি রজনীর নিঃশব্দ গহন
তিমির উদ্ভাসি,
পূর্ব্বাকাশ প্রান্তে যবে আঁকে তার রক্ত-আলিম্পন,
আলোকের জয়গানে নিখিল ভুবন ওঠে হাসি।
অন্ধকার শিহরিয়া দূরান্তরে সভয়ে মিলায়,
জীবন চঞ্চলি ওঠে নৃত্যশীল আনন্দ-লীলায়,
কুঞ্জে ফোটে পুষ্প রাশি রাশি।

হে কবি আলোকরথে পূর্ব্ব হতে পশ্চিম গগনে
যাত্রাপথ তব,
বিশ্ববিজয়িনী তব প্রতিভার প্রদীপ্ত কিরণে
বিমুগ্ধ ভুবন আনে পদতলে অর্ঘ্য নব নব।
পূরব পশ্চিম আজি ভুলিয়াছে প্রাচীন কলহ
তোমার বিজয়গান নভোপানে ওঠে অহরহ
আনন্দ-উছল কলরব!

জীবন প্রভাতে কবে যাত্রা তুমি করেছিলে কবি
আশার আলোকে,
সংসার সংঘাত লাগি চিত্তে তব জাগে যত ছবি
অমর প্রতিমা গড়ি রূপ তারে দিলে মর্ত্ত্যলোকে।

শরত আকাশতলে অপরূপ আলোক উৎসব,
বসন্ত পূর্ণিমা-রাতে মোহময় গীতি কলরব
উচ্ছ্বসিল প্রকাশ-পুলকে।
স্বচ্ছ লঘু মেঘসম যে স্বপন অন্তর আকাশে
ভেসে যায় চলে,
যে আকাঙ্ক্ষা অগ্নি-গর্ভ গিরিসম বিদ্যুৎ বিকাশে
জ্বালাময় শিখা মেলি সুগভীর অন্তরের তলে,—
স্বপন-বিলাসী চিত্ত রচে তব বিরামবিহীন
সে আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়া সঙ্গীতের সুধা নিশিদিন
কভু হাসি কভু অশ্রুজলে।

নিখিল অন্তরমাঝে জাগে যেই দুর্ব্বার আবেগ
গভীর ক্রন্দন,
পর্ব্বত হইতে চাহে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
ভেসে যেতে নভস্তলে ছিন্ন করি মাটির বন্ধন।
সুদূর গগনপারে কায়াহীন আকাঙ্ক্ষার ভরে
অনন্ত আলোক মাগি তৃপ্তিহারা অন্তর গুমরে
খুঁজে ফিরে আশার নন্দন।

তোমার জাগ্রত আত্মা ছাড়াইল দিক্‌দিগন্তরে
যে অমৃতবাণী,
নিখিল মানব চিত্ত সসম্ভ্রম বিস্ময়ের ভরে
বরণ করিল তারে সঞ্জীবনী প্রেমমন্ত্র জানি।
তোমার অন্তরমাঝে অসীম খুঁজিয়া ফেরে সীমা,
তিমির উজলি তোলে মানবের বিপুল মহিমা
তীক্ষ্ণ দীপ্ত আলোরশ্মি হানি।

প্রভাত-সঙ্গীত গাহি আনন্দের উচ্চরোল তুলি
বাহিরিলে পথে,
যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল রজনী দিনগুলি
মানসীর লাগি তব সাজাইলে অন্তর আলোতে।
ক্ষণিকার পরশনে ভাসিল সোনার তরী খানি
খেয়াঘাটে বসি তব চিত্ত ভরি উচ্ছ্বসিল বাণী
সঙ্গীতের স্বপ্ন-সুধা-স্রোতে।

পূরবীর ছন্দে আজি রবির গভীর বীণা বাজে
ক্লান্ত সুগম্ভীর,
আসন্ন বিরহ ব্যথা মেঘমায়া রচে চিত্ত মাঝে,
নয়নের কোণে ঝলে মুক্তাবিন্দু সম অশ্রুনীর।
সে অশ্রুমালিকা কণ্ঠে লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরণীতে
তোমার অমর আত্মা যৌবনের বিজয়-সঙ্গীতে
জাগাইবে মূর্চ্ছনা মদির।

বৈশাখ ১৩৩৪

সাগর ও আকাশ

এত কাছে তবু এত দূর ?
সুদূর দিগন্ত শেষে, আকাশ সমুদ্রে মেশে,
হেথায় সাগর-বেলা তরঙ্গ-বন্ধুর।
বিরাম বিশ্রান্তি নাই, নিমেষের ক্লান্তি নাই,
দিবানিশি আলোড়িয়া উদ্দাম আবেগে,
বর্ষ নাই, মাস নাই, কোন অবকাশ নাই,
আদিম অনন্ত সিন্ধু রহিয়াছে জেগে।

হেথায় সাগর বেলা তরঙ্গ-মুখর।
আকুল তরঙ্গ রাশি উচ্ছসি পড়িছে আসি,
বাজিছে দিবসনিশি অনন্ত মর্ম্মর।
সারাদিন আলোড়িয়া, বেদনায় গুমরিয়া,
এমন ব্যাকুল প্রাণে কাহারে সে চায় ?
কাহার বিরহে ধরা এমন বেদনা ভরা ?
দিবানিশি অবিরাম লুটিছে বেলায়।

আকাশ চাহিয়া আছে মেলি স্মিত আঁখি।
সোনার তপন হাসে, আলোকে ভুবন ভাসে,
নিমেষে ঠিকরি ওঠে লক্ষ উর্ম্মিরাশি।
চপল শিশুর মত দিবানিশি অবিরত
সহস্র তরঙ্গরাশি গগণের পানে
প্রসারিয়া বাহু দুটী কোথা যেতে চাহে ছুটি ?
আকাশ ছুঁইতে চাহে কিসের সন্ধানে ?

ভাষা নাই, দিশাহারা, উদাসী পাগলপারা,
দিবস রজনী সিন্ধু গাহে এ কী গান ?
হেথায় বসিয়া একা, অন্ধকারে উর্ম্মিরেখা
নাহি দেখি, শুধু শুনি উন্মাদ আহ্বান।
অর্থ নাহি বুঝি কিছু, নাহি জানি আগুপিছু,
কেবল অবাক আঁখি সুদূরে প্রসারি
স্তব্ধ হিয়া অবিরল শুনি তার কলরোল,
নেহারি অনন্ত বারি উঠিছে বিথারি।

পুরী বৈশাখ ১৩৩৪

সিন্ধু

সন্ধ্যায় উঠিল শশী ম্লান পাণ্ডু বিবর্ণ রক্তিম।
মেঘের গুণ্ঠনতলে আঁখি মেলি অনন্ত অসীম
হেরিল সমুদ্র বক্ষ। উদ্বেলিত তরঙ্গের লেখা
—সুদূর দিগন্তপানে প্রসারিত আলোড়ন-রেখা,—
আন্দোলিয়া উল্লম্ফিয়া আবর্ত্তন মত্ত নৃত্যে মাতি
মিশেছে আকাশ সনে। বন্ধুর আসন খানি পাতি
মহাসিন্ধু দিবানিশি ধ্বনিতেছে শ্রান্তিহীন গান,
অপূর্ণ আবেগভরে ব্যাকুলিছে বিরাট পরাণ।

উচ্ছ্বসিত আর্ত্ত স্বরে আত্মহারা আবেগের ভরে
বারে বারে লুটাইছে রিক্ত কণ্ঠে বালু বেলা পরে।
বারে বারে শির হানি ধূলিতলে লুটাইয়া পড়ি
অব্যক্ত বেদনাভরে অন্তরের গহন গুমরি
বাজিছে ব্যাকুল বাণী। প্রকাশিয়া কি কহিতে চায়
নাহি পারে স্পষ্ট করি। রুদ্ধ কণ্ঠ নিরুদ্ধ হিয়ায়
বেদনা গুমরি মরে। কুজ্ঝটিকা যবনিকা জালে
সিন্ধু বক্ষ মায়াময়। ঊর্ম্মিরাশি তাহারি আড়ালে
দুলিছে বিরামহীন। ফুলে ওঠে সিন্ধুর হৃদয়
অনন্ত আকাশে চাহি খোঁজে বুঝি প্রাণের সঞ্চয়।

আমি হেথা সিন্ধুতীরে বসে দেখি তরঙ্গিত বুক।
আকাশে স্তিমিত শশী। লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ উন্মুখ
রঙ্গভরে অবলীলা ভঙ্গিমায় উঠিছে পড়িছে
ক্ষণিক জীবন শেষে দিবানিশি ভাঙ্গিছে গড়িছে।
পাণ্ডুর চাঁদের আলো ম্লানজ্যোতি রজনীতে আজি।
কায়াহীন মায়াময় সচঞ্চল তরঙ্গের রাজি
লুটায়ে পড়িছে শুধু বারে বারে বালুকাবেলায়।
আপন হৃদয় লয়ে সিন্ধু মাতে নিষ্ঠুর খেলায়।
প্রাণের সঞ্চয় যত চারিদিকে অলস হেলায়
না চাহিয়া না বুঝিয়া অকাতরে ছড়ায় ফেলায়।

বৈশাখ ১৩৩৪

২

প্রথম দর্শনমুগ্ধ বিস্মিত নয়ন দুটী মেলি
হেরিলাম তোরে।
দেখিলাম কূলহীন জলরাশি উঠিছে উদ্বেলি
তরঙ্গিয়া, হিল্লোলিয়া, গরজিয়া গভীর গুমরে।
দীর্ঘ বালি বেলা রেখা প্রসারিত দিগন্তের পানে
তরুহীন লতাহীন। তারি বুকে কিসের সন্ধানে
সিন্ধু কাঁদে তিক্ত অশ্রুলোরে?

বারে বারে ফিরে গিয়ে ছুটে এসে পড়ে লুটাইয়া
আকুল আবেগে।
তরঙ্গ আঘাত লাগি বেলাভূমি ওঠে শিহরিয়া
অন্তরে অন্তরে তার বেদনা স্পন্দন ওঠে জেগে।
দুগ্ধ-শুভ্র ফেনারাশি ঝলে ওঠে তরঙ্গের শিরে।
লবণাক্ত স্বাদ লাগে ওষ্ঠ পরে প্রভাত সমীরে,
ছড়াইছে জলবিন্দুমেঘে।

দেখিলাম প্রভাতের মেঘহীন সুনীল অম্বরে
সোনার তপন।
দিকচক্ররেখা পানে প্রসারিত দেখিনু সাগরে,
বক্ষে তার সূর্য্য রচে লীলাভরে সোনার স্বপন।
শিহরি উঠিছে আলো তরঙ্গের মাথায় মাথায়
অপূর্ব্ব আবেগ ভরে দেহ মন হৃদয় মাতায়,
জাগে চিত্তে হর্ষ-উন্মাদন।

সুদূর দিগন্তপানে দেখিলাম ঘন নীল জল
উঠিছে উদ্বেলি।
বিপুল তরঙ্গরাশি প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল চঞ্চল
আকাশ ছুঁইতে যেন চাহে লক্ষ ব্যগ্র বাহু মেলি।
সলিল-কানন মাঝে তরু রাশি ঝড়ের আঘাতে
কেঁপে ওঠে শঙ্কাভরে। সিন্ধু মাতে ঝটিকার সাথে,
প্রচণ্ডের রুদ্র জলকেলী।

ঊর্দ্ধে ঝলে দীপ্ত সূর্য্য, বিক্ষোভিয়া বিরাট পরাণ
সিন্ধু ওঠে ফুলি।
উচ্ছ্বসিয়া ঊর্ম্মিরাশি দিবানিশি গাহে জয়গান,
প্রভাতেরে ব্যঙ্গ করে বিজয় কেতন উচ্চে তুলি।
পীড়িত ধরণী ওঠে আর্ত্তনাদ করি সকরুণ,
পঞ্জরে পঞ্জরে লাগে জ্বালাময় বেদনা আগুন,
সকল অন্তর ওঠে দুলি।

সন্ধ্যায় মেঘের মায়া ছিন্ন করি ম্লান শশী যবে
কঠিন প্রয়াসে
মেলিল বিশ্রান্ত আঁখি, গরজি উঠিল মন্দ্র রবে
তরঙ্গ-উদ্বেল সিন্ধু দূরান্তরে ছুঁইতে আকাশে।
স্তিমিত আলোক তলে মন্থিত সাগর বক্ষ ভরি
চঞ্চল আবর্ত্ত ভঙ্গে হিল্লোলিয়া গরজি গুমরি
সহস্র তরঙ্গ ছুটে আসে।

ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন শান্তিহীন গতির আবেগে
দীর্ঘ দিবারাতি,
শরতের নভোতলে, শ্রাবণের পুঞ্জীভূত মেঘে
নিবিড় তিমির মাঝে সিন্ধু শুধু করে মাতামাতি।
দীর্ঘ ছন্দে উর্ম্মিরেখা দিগন্তের প্রান্তসীমা হতে
আপ্রান্ত বিস্তরে সদা। জন্মমৃত্যু-ভাঙা-গড়া স্রোতে
ভাঙে শুধু বারে বারে গাঁথি।

আমরা মানুষশিশু উপকূলে থাকি শুধু বসি,
দেখি উর্ম্মিখেলা।
তোমার মহান রূপে সারা হিয়া উঠিছে নিশ্বসি
প্রলয় লীলায় তব দিবানিশি ভাঙে সিন্ধুবেলা।
হৃদয়ে আশঙ্কা জাগে, হর্ষ জাগে তারি সাথে মিশি।
আনন্দ-আশঙ্কাভরে তোরে শুধু দেখি দিবানিশি
কাটে মম একান্ত একেলা।

বৈশাখ ১৩৩৪

মিলন

বালির পরে চলেছিনু
সাগর কূলে,
উঠেছিল উর্ম্মিরেখায়
সিন্ধু দুলে।
সাগর বুকের ফেনার রাশি
বেলার পরে পড়ছে হাসি
চরণে মোর রাখল আসি
মলিন ফুলে।

পাপড়ি তাহার গেছে টুটি
উর্ম্মি লাগি,
চাইল করুণ নয়ন মেলি
স্নেহ মাগি।
সীমাবিহীন সাগর মাঝে
এমন ছোট ফুল কি সাজে ?
আদর করি বুকে তারে
নিলেম তুলে !

নিমেষ পরে হঠাৎ আমার
হল মনে,
ছোট ফুলের করব মিলন
সিন্ধু সনে।
তরঙ্গিত সাগর বুকে
ভাসিয়ে তারে দিলেম সুখে,
সিন্ধু আসি পড়ল লুটি
চরণ মূলে।

বৈশাখ ১৩৩৪

যাত্রা

ম্লান হয়ে এল ধীরে দিকচক্রবালে
ভারতের শ্যামতট রেখা। তপ্ত ভালে
লাগিল বিষণ্ণ ক্ষীণ সুদীর্ঘ নিশ্বাস
দূরান্তর হতে ভাসি। দেখিনু আকাশ
দিগন্তরে আপনারে দিয়াছে প্রসারি।
পদতলে সমুদ্রের বীচিক্ষুব্ধ বারি
লুব্ধ বাহু মেলি দিয়া নীলাম্বর পানে
কি কথা কহিতে চায় অবিশ্রান্ত গানে ?

আমার হৃদয় প্রান্তে বিরহ বেদনা
বাজিল করুণ হয়ে। কতদিন ধরি
কত সুখ, কত আশা, ক্রন্দন, সান্ত্বনা
ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল হিয়াতল ভরি।
সম্মুখে নবীন আলো নবীন জগতে
তবু অতীতের স্মৃতি ভুলি কোন্ মতে ?

১৯২৮

২

দিগন্তে মিলায়ে গেল বনগিরি শ্যামতট রেখা।
অসীম আকাশ ঊর্দ্ধে। জন-পূর্ণ তরী মাঝে একা
দাঁড়ায়ে নিস্পন্দ আঁখি হেরিলাম নীল সিন্ধু ভরি
সহস্র তরঙ্গরাশি শূন্যপানে উঠিছে মুখরি
ত্রস্ত ব্যাকুলতা ভরে। নাহি ভাষা, নাহি কোন দিশা,
নহি লক্ষ্য, নাহি গতি। অবিশ্রান্ত দীর্ঘ দিবানিশা
আপনারে কেন্দ্র করি ঘুরে মরে আবর্ত্ত লীলায়
—মানব-হৃদয়-সিন্ধু কোথা হতে কোথায় মিলায়।

পিছনে রহিল পড়ি শৈশবের সুখদুঃখ ভরা
প্রথম যৌবনদিন-বেদনা-সুন্দর বসুন্ধরা,
পরিচিত পথ যত, যত ঘাটে হৃদয়ের তরী
শরত-আলোক-স্রোতে হাসির ফসল নিল ভরি।
দূর সিন্ধুবক্ষ হতে চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গ পারে
পিয়াসী নয়ন মেলি রৌদ্রালোকে হেরিলাম তারে।

১৯২৮।

তরী

নিশীথ রাতে তরণী চলে
কিসের সাড়া জাগিছে জলে ?
মেঘের ছায়া আকাশে নাহি,
নিলাজ শশী রয়েছে চাহি,
তারকাবালা মলিন লাজে,
আমার মনে বেদনা বাজে।

তরণী হতে আলোর রেখা
খানিক দূরে যেতেছে দেখা।
আলোক সীমা অপর পারে
সাগর কাঁদে অন্ধকারে,
অজানা ব্যথা অজানা জলে
আলোড়ি ওঠে অতল তলে।

পিছনে দূরে সাগর ভরি
উর্ম্মি রেখা ভাঙিছে গড়ি।
মানুষ শিশু তরণী বুকে
আমরা ফিরি অভয় সুখে।
মোদের ক্ষীণ দৃষ্টি শেষে
সাগর বারি আকাশে মেশে।

সমুখে পিছে ডাহিনে বামে
অকূল বুকে অসীম নামে।
বিপুল কারাগারের মাঝে
দিবস কাটে সকাল সাঁঝে।
কাজের বোঝা ফুরাবে যবে
জীবন খেলা সাঙ্গ হবে ?

১৯২৮

মানুষ

নিষ্ঠুর সৃষ্টির মাঝে এত প্রেম এল কোথা হতে
তাই ভাবি মনে।
সকলি ভাসায়ে নেয় মহাকাল দুর্ণিবার স্রোতে
অনন্ত মরণে।
বসন্ত প্রভাত বেলা যেই পুষ্প নিকুঞ্জ ভবনে
বিকশিল হাসি,
বিশুষ্ক পল্লব তার ছড়াইল আঁধার কাননে
ক্লান্ত সন্ধ্যা আসি।

জনমের আগে কভু জনমিতে চাহি কিনা ভবে
শুধালনা কেহ,
সৃষ্টির দুর্ব্বার স্রোতে ভাসি আসি হেরিলাম কবে
ধরণীর গেহ।
এই ধরণীর সাথে যেদিন প্রথম পরিচয়
শিশু কাঁদি উঠে।
প্রসব বেদনাতুর জননীর অশ্রুধারা বয়
মূর্চ্ছা যবে টুটে।

অন্ধ নিয়তির লীলা চলিয়াছে দুর্ব্বার প্রবাহে
মহাবিশ্ব ভরি,
ছায়া যত, মায়া যত, স্নেহ যত তীব্র অগ্নিদাহে
সব ভস্ম করি।
অতৃপ্ত অপূর্ণ আশা, প্রয়াসের ব্যর্থ বিফলতা,
বিদীর্ণ স্বপন,
জীবনের ইতিহাস এ ভুবনে বেদনা বারতা,
নিশ্চিত মরণ।

মানুষের আত্মা সেই মরণের লীলার সম্মুখে
দাঁড়াল নির্ভয়।
আপনারে প্রচারিল স্ফীত বুকে জয়দীপ্ত মুখে
অমর অব্যয়।
অর্থহীন সৃষ্টিমাঝে অর্থ খুঁজে একাগ্র প্রয়াসে,
নাহি মানে ভয়,
আপনার স্বপ্ন দিয়া রচিতেছে শূন্য মহাকাশে
আনন্দ নিলয়।

মৃত্যু যেথা জীবনের ভিত্তি সেই মৃত্যুপুরী ধরা,
সেথা তার বাস।
যৌবন গৌরব শেষে রোগজীর্ণ শোকাকুল জরা,
——এ কী পরিহাস।
আপনার চিত্ত হতে সুধা ধারা আনি ধরণীরে,
ভরিয়াছে রূপে,
যৌবনের কামনারে দিল সেবা-মন্দাকিনী নীরে,
বিসর্জ্জন চুপে।

জননীর বক্ষে তাই সন্তানের লাগি সুধাধারা
প্রেম স্নিগ্ধ আঁখি।
তাই চিত্ত দেয় সাড়া কোন্ দূর ভবিষ্যের তারা
যায় যবে ডাকি।
বন্ধুর বিপদ দিনে বন্ধু ভোলে মরণের ভয়,
রহে নিশি জাগি,
কিশোর হৃদয় মাঝে জেগে থাকে অমর প্রণয়
নব সৃষ্টি লাগি।

অক্সফোর্ড ১৯২৮

পরদেশী

এক

মধুর কণ্ঠ নীরব হইয়া আসে,
অন্তর ভরি তখনো ধ্বনিছে সুর,
ধূলায় লুটানো মলিন যূথিকা হাসে,
গন্ধে তাহার ভরি আছে হৃদিপুর।
গোলাপ শুকায়ে ঝরি পড়ে ধূলিতলে,
প্রিয়ার লাগিয়া কুড়াইয়া তারে আনি,
পুঞ্জিত তব স্মৃতিপল্লবদলে,
প্রণয়-দেবতা পাতিবে শয়নখানি।

শেলী

১৯২৪

দুই

কাহিনীতে কার রহিয়াছে খ্যাতি আমারে ক'য়ো না আসি,
যৌবন-দিন এ জীবনে শুধু গৌরবে ওঠে হাসি !
প্রবীণ দিনের বিজয় কিরীট অর্থের রাশি যত,
বিশ বছরের তরুণীর গাঁথা বকুল-মালার মত ?

বৃদ্ধের লোল ললাটে কি সাজে কুসুম-কিরীট-মালা ?
সে যেন নিদাঘ-দগ্ধ কুসুমে বৃথাই শিশির ঢালা !
মালা দিয়া আর কি হবে তাহার যৌবন গত যার ?
গৌরব দেবে নাহি দিবে প্রেম চাহিনা সে ফুল হার।

খ্যাতি যদি কভু চেয়ে থাকি আমি সে নহে খ্যাতির লাগি,
যশের কাঙাল কি হবে কেবল শূন্য বচন মাগি ?
তোমার নয়নে ঝলিয়াছে আলো যশ যবে লভিয়াছি,
তোরে ভাল সখি বাসিতে পারিব বলে শুধু যশ যাচি।

সেই খানে খ্যাতি সফল আমার, সেখানে খুঁজেছি তারে,
ভ্রমরকৃষ্ণ আঁখিতারা তব ঝলিয়াছে বারে বারে।
তুমি যবে কভু হাসিয়াছ সখি আমার কীর্ত্তিগানে,
জেনেছি সেথায় জেগে আছে প্রেম, অমরতা সেইখানে।

বায়রণ

১৯২৪

তিন

ফুরায়ে আসিছে রাতি, মোহাচ্ছন্ন মূর্চ্ছিত ভুবন,
তোমারে স্বপনে হেরি নিদ্রা টুটে যায় সখি মোর,
নিঃশব্দ সঞ্চারভরে মৃদুশ্বাস ফেলিছে পবন,
তারায় তারায় ভরা রজনীর আকাশ বিভোর !
স্বপনে তোমারে হেরি আঁখি মেলি চাহি চমকিয়া,
না জানি ভুলায়ে পথ বাহিরে কে নিয়ে মোরে চলে,
উদ্‌ভ্রান্ত অন্তরে একা অন্ধকারে কেমন করিয়া
না জানি দাঁড়ানু আসি সখি তব বাতায়নতলে !

পথিক পবন এবে তন্দ্রাভরে মূরছিয়া পড়ে
নিশীথিনী-নদীবক্ষে অন্ধকারে নীরব ব্যথায়,
চম্পক-কোরকমাঝে গন্ধ কাঁদে বেদনার ভরে,
সুপ্তি টুটি স্বপ্নসম আপনারে প্রকাশিতে চায়।
ঘনকুঞ্জচ্ছায়া মাঝে পাপিয়ার উচ্ছ্বসিত তান
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হল বেদনায় নীরব বিহ্বল,
তোমার হৃদয়পরে মূরছিয়া পড়িবে পরাণ,
সমস্ত অন্তব সখি তোর লাগি ব্যাকুল চঞ্চল।

ধূলায় লুটায় দেহ, থেমে আসে হৃদয় স্পন্দন,
মরিব তোমার লাগি, সখি বুকে তুলে লও মোরে,
শ্রাবণ-প্লাবনবেগে বরিষণে অজস্র চুম্বন
ঝরিয়া পড়ুক মম তৃষ্ণাদগ্ধ নয়নে অধরে !
দুর্ব্বল হৃদয়মাঝে রক্তধারা নাচে ক্ষণে ক্ষণে,
পাণ্ডুর অধর মম, বেদনায় মলিন বয়ান,
নিবিড় করিয়া মোরে বক্ষে সখি বাঁধ আলিঙ্গনে,
চির জনমের মত শান্ত হবে অশান্ত পরাণ।

১৯২৪ শেলী

॥ চার ॥

গলির মোড়ে কাদের বাড়ী খাঁচার মাঝে একটী কোকিল থাকে,
প্রভাত আলোয় ভরলে ধরা উচ্ছ্বসিত ব্যাকুল সুরে ডাকে।
নিত্য সে পথ দিয়ে চলে বড়বাড়ীর বাঁদী গোলাপজান,
প্রভাত বেলার নীরবতায় শোনে আকুল বেদনভরা গান।

গানের মায়া নয়ন ভরে, সহসা বুক ব্যথায় ভরে ওঠে,
ভাসে তাহার আঁখির পরে কুঞ্জ ছায়া ক্ষুদ্র নদীর তটে।
ধোঁয়ার কালি ধোওয়া আকাশ, দূরে নিবিড় নীলিম গিরিরাজি,
তালের বনে শাঙন দিনে কাঁদন সুরে বাতাস ওঠে বাজি।

সবুজ মাঠে ধরে না ধান, আলোক নাচে ধানের শীষের পরে,
ছোট্ট গাঁয়ে সবাই মিলে আম কুড়াতো কালবোশেখী ঝড়ে।
আমে জামে আঁধার ছায়া, তাহার তলে ভাঙা কুটীরখানি,
ভায়ের মায়ের স্নেহের পরশ রচেছিল ধরায় স্বরগ আনি।

হৃদয় ভরে ওঠে তাহার, জুড়ায় মনের দাহ নিমেষ লাগি,
মরীচিকা মুছল যবে, নয়ন মেলে চমকে ওঠে জাগি।
কোথায় নদী, কুঞ্জ কোথায়, ছায়ায় ভরা কোথা কুটীরখানি ?
নয়নে তার নিভল আলো, উদাস হিয়া হারায় বুঝি বাণী।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

১৯২৪

পাঁচ

লোক চলাচল নাইক যেথায়
স্বচ্ছতোয়া করতোয়ার তীরে,
সেইখানে এক বাঁকের মাথায়
দেখেছিনু বনের হরিণীরে।
ছিল নাক তরুণ কেহ
করবে আসি প্রীতি স্নেহ,
ভালবাসি চাইবে ফিরে ফিরে।

শ্যাওলা ঢাকা নুড়ির পাশে
অযতনে কুন্দ ফোটে কত,
দখিন হাওয়া ফাগুন মাসে
কেবল খোঁজে গন্ধকুসুম যত।
সাঁঝ আকাশের একটী তারা
চেয়ে রহে নিমেষহারা,
একলা বালা সেই তারাটীর মত।

সবার আঁখির অগোচরে
জীবন তাহার শেষ হল যে কবে,
জানল না কেউ ধরার পরে,
কাজের ভিড়ে সে খোঁজ কেবা লবে?
কেবল শুধু আমার চোখে
নিভল আলো বিশ্বলোকে,
আনন্দ-গান ঢাকল করুণ রবে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

১৯২৪

: ছয় :

নীরব রয়েছ কেন ? প্রীতি তব সে কি ক্ষীণ লতা
ক্ষণিকের অদর্শনে ধূলিতলে পড়ে লুটাইয়া ?
সহেনা বিচ্ছেদবহ্নি ? হৃদয়ের প্রতিদানে হিয়া
আর আনিবেনা বহি ? ফুরাইয়া গেল সব কথা ?
আমার হৃদয় সখি দিবানিশি রহিয়াছে জাগি।
এনেছে তোমার লাগি সযতনে অর্ঘ্য নব নব।
পুলকে ভরিয়া যাক জীবনের পাত্রখানি তব,
তারপরে যদি কিছু বাকী থাকে তাই লব মাগি।

তবু আজি কথা কও। একদিন এ হৃদয়ে মম
আমার সুখের সাথে মিলিয়াছে তোমারো হরষ।
শুকাইবে নিদাঘের অগ্নিদগ্ধ ম্লান পুষ্পসম
কঠিন নিষ্ঠুর সত্যে হয়ত অন্তর। রবে চাহি
পরিত্যক্ত পুষ্পোদ্যান পুষ্পহীন ঊষর নীরস,
শুষ্ক তরুশাখে বায়ু বহিবে বিলাপগান গাহি।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

১৯২৫

* সাত *

তোমার সাথে হতেম যদি সাগরবুকের ফেণায়-ভাসা সাদা বকের পাঁতি,
ধূমকেতুর ঐ দীপ্তরাগে নয়নে মোর বেদন লাগে যখন ফুরায় রাতি।
সাঁঝের ছায়ায় নীল গগনের আঁখির কোণে তারার আলো পড়ছে ঝরি প্রিয়া,
সকল হৃদয় ভরি আমার তৃষা জাগে, গুমরে ওঠে কিসের আশায় হিয়া।

শিশির-নাওয়া পদ্মগোলাপ দিবস ভরি স্বপন রচে আমার পরাণমাঝে,
ক্লান্তি নামে সকল দেহে,— সকল ব্যথা ভুলব আজি ভুলব মোরা সাঁঝে।
নীল তারাটী সাঁঝ-আকাশের ললাটকোণে স্বপ্ন যত রচে দিবসনিশি,
সকল ভুলি আমরা দোঁহে পাখীর মত ভাসব শুধু ফেণার সাথে মিশি।

কত দূরের অজানা দ্বীপ ডাকে আমায়, সন্ধ্যা কত কেমন মোহন বেশে।
সময় স্তব্ধ রইবে সেথা, দুখের স্মৃতি কোমল হয়ে মিলবে হৃদয়-দেশে?
তারার আলো নিভ্‌বে দূরে, পিছে কোথায় রইবে পড়ি পদ্মগোলাপ রাশি,
আমরা দোঁহে সাগরবুকে ফেণার মত ফেণার সাথে যাব কোথায় ভাসি।

ইয়েটস্

১৯২৫

আট

ফাগুন ভরিয়া বকুল কুড়ায়ে গেঁথেছিনু আমি মালা,
একটী একটী করিয়া তাহার ফুলগুলি ছিঁড়ি আজি,
তোমার পথের ধূলায় তাদের বৃথাই ছড়ানু বালা,
তুমি চাহিলে না, ধূলায় লুটায়ে রহিল কুসুমরাজি।
পরাণের মধু যাক শুকাইয়া সাজুক কঠিন ভূমি,
ক্ষণিকের ভুলে তাহাদের পানে যদি বা চাহিতে তুমি!

অন্তরে মম নাহি ছিল গান। কঠিন প্রয়াসভরে
কতদিন ভরি সাধনার শেষে বাঁশীতে বাজানু সুর,
তুমি আসি গান শুনিলে না মোর কভু ক্ষণিকের তরে,
চিরদিন ধরি আমা হতে তুমি রহিলে তেমনি দূর।
তবু প্রাণপণে শিখেছিনু গান, তুমি যদি কভু আসি
মুখপানে চেয়ে হাসি সকরুণ কহিতে বাজাতে বাঁশী।

সারাটী জীবন ভরিয়া শিখিনু তোমারে বাসিতে ভালো,
আজি ফাল্গুনে তোমার দুয়ারে হৃদয় আনিনু বহি,
ইঙ্গিতে তব নিভাইতে পারো আমার জীবনে আলো,
স্বরগ রচিতে পারো এ জীবনে শুধু দুটী কথা কহি।
স্বরগ আমার নাহি ভালে লেখা? কেবল কহিব তবে,
ভালবাসি যারা ভালবাসা পায় তারাই ধন্য ভবে।

ব্রাউনিং

১৯২৫

রাত্রি

সমুদ্র তরঙ্গ পরে ফেলি তব চকিত চরণ
এস তুমি রাতি !
পূর্ব্বের কুহেলি-ঢাকা গুহার তিমির-আবরণ
আশঙ্কা-হাসির জালে স্বপ্নময় আনিয়াছ গাঁথি।
সেথায় বসিয়া দীর্ঘ নিরজন দিবস বেলায়,
মধুর ভীষণ স্বপ্ন রচিয়াছ অবাধ হেলায়,
আন ত্বরা সে স্বপন-পাতি।

অপরূপ দেহখানি এস ঢাকি তারা-মালা-গাঁথা
ধূসর বসনে,
আকুল কুন্তল ভারে ছেয়ে দিবসের আঁখিপাতা
বিবশ করিয়া তারে অবিরত অধীর চুম্বনে।
তার পরে যেও তুমি নগরে নগরে দেশে দেশে,
যাদু নিদ্রাদণ্ডে তব সবারে পরশ করি হেসে,
হে বাঞ্ছিতা এস মোর মনে।

যখন হেরিনু আমি ধূসর উষারে জেগে উঠে
কাঁদি তোর তরে।
ঊর্দ্ধে যবে দীপ্ত সূর্য্য, শিশিরের সুখস্বপ্ন টুটে,
দিনের উত্তাপ-ক্লান্ত তরু হতে পুষ্পরাশি ঝরে,
পরিশ্রান্ত দিবালোক যেতে যেতে নাহি যেতে চায়
বারে বারে ফিরে আসে ! তোরি কথা জাগে সখি হায়
ক্ষণে ক্ষণে আমার অন্তরে।

মৃত্যু তব ভ্রাতা আসি কহিল ডাকিয়া মোরে যবে,
"চাহ কি আমারে ?"
তব শিশু সুপ্তি কহে স্বপন-জড়িত মধু রবে,
--মধ্যাহ্নের নিদ্রালস ভ্রমরের মত বারে বারে---
"তোমার বুকের কাছে ঘুমায়ে রব কি সারা বেলা,
লবে কি আমারে তুমি ?" কহিনু করিয়া অবহেলা
"ফিরে যাও, চাহিনা তোমারে।"

যবে তুমি এ জীবনে আর কভু আসিবেনা ফিরে,
আসিবে মরণ।
তন্দ্রা আসে যবে তুমি চলে যাও সমাপ্তির তীরে;--
কারু কাছে চাহিব না, তোর কাছে যাহা চাহে মন
হে প্রিয়া বাঞ্ছিতা মোর ! এস রাতি, এস ত্বরা করি
এস সখি, এস ফেলি সমুদ্র তরঙ্গ-শির পরি
স্বপ্নসম চকিত চরণ।

শেলী

১৯২৫

কালবৈশাখী

হে কালবৈশাখী তুমি অগ্নিশ্বাস তপ্ত জ্বালাময়
শুষ্ক রুদ্র বৈশাখের। জীর্ণ পাণ্ডু পত্র রাশি রাশি
পালায় আভাসে তব অন্ধকার অন্তর্হিত হয়

উষার পরশে যথা। কেহ রক্ত, কেহ পাণ্ডু-হাসি,
কেহ পীত, কেহ কৃষ্ণ, ঝরে-পড়া পাতা দলে দলে
উড়ে তব অগ্রদূত। হে প্রচণ্ড যবে তুমি আসি

বীজরাশি নিয়ে চল উড়ায়ে আপন পক্ষতলে
আঁধার ধরণী-বক্ষে। সেথা তারা দীর্ঘ গ্রীষ্ম ভরি
রচে আপনার স্বপ্ন আপনার নয়নের জলে।

তারপরে তব সখী বর্ষারাণী যখন উত্তরি
তৃষাদগ্ধ ধরাতলে বাজায় আষাঢ়-বীণাখানি,
তাপ-ক্লান্ত ধরণীর অগ্নি-জ্বালা ব্যথা নেয় হরি

আপন শ্রাবণধারে। বন্ধহারা! আছ আছ জানি
সকল ভুবন ভরি প্রলয়ের—সৃজনের বাণী।

১

তুমি চল নভোপথে মুখরিয়া সকল আকাশ
প্রলয়-কল্লোলতানে। রাশি রাশি লঘু মেঘদল
উড়ে চলে। তরু হতে ঝরে যথা জীর্ণ পত্ররাশ

মেঘবুকে বারি ঝরে। আগ্নেয় বিদ্যুত বৃষ্টিজল
তাই ঝরে ধরাপরে। তোমার নীলিম নভোপরে
ঘনায় পুঞ্জিত মেঘ, যেন পুঞ্জীভূত অমঙ্গল

ঝড়ের আসার বাণী। জ্বলে ওঠে ক্ষণিকের তরে
অশুভ আলোক তব মেঘকেশে শিখায় শিখায়।
যেন উন্মাদিনী কোন— -আকুল কুন্তল ওড়ে ঝড়ে

তীক্ষ্ণ মত্ত অর্থহীন দৃষ্টি হানি আকাশে তাকায়।
মৃত্যুপন্থী বরষের বিদায়ের সকরুণ গান
তব কণ্ঠে বাজে আজি। ঝরে-পড়া পত্রপুঞ্জে ছায়

ভূতল-সমাধি তার। আজি নিশি তোমার বিষান
বরষিবে ধরাতলে কৃষ্ণমেঘ অগ্নি-উল্কা-বান।

৩

সারা শীত ছিল সিন্ধু অলস স্বপন-বিমগন
উদ্বেল তরঙ্গগানে আপনার আপনি বিভোর,
আপনার বুকে হেরে কানন কান্তার উপবন,

তরঙ্গ-নর্ত্তন তালে রক্তমাঝে লাগে স্বপ্ন-ঘোর,
চোখ ভাসে কত ছবি। হৃদয়ে জাগিছে কত আশা।
তুমি আসি তীব্র গতি কঠোর আঘাতে মায়াডোর

ছেদ করি, চূর্ণ করি সুখস্বপ্ন, ব্যাকুল পিয়াসা,
সংঘাতে জাগায়ে তুলি বক্ষে তার অতল গহ্বর
তরঙ্গে তরঙ্গে পুনঃ জাগাইলে প্রলয়ের ভাষা।

জলদ নির্ঘোষে তারা তুলে ধ্বনি অনন্ত অম্বর,
ঝড়ের বিষাণে বাজে দিকে দিকে প্রলয়ের বাণী,
অজানা আশঙ্কাভরে কাঁপে ডরে বিশ্ব চরাচর,

সিন্ধুবেলা শিহরায়, উর্ম্মিরাশি ধায় ব্যথা হানি
তোমার প্রলয়কেলি, হে প্রচণ্ড, জানি মোরা জানি।

৪

আমি যদি হইতাম জীর্ণ পাতা, দিতে ছড়াইয়া
তুমি তারে পথে পথে। লঘু মেঘসম আমি যদি
পারিতাম ভেসে যেতে, তুমি যদি নিতে উড়াইয়া।

অথবা তরঙ্গসম তোমার সংঘাতে নিরবধি
বেদনায় বাজিত যদ্যপি আমার সকল মন
ঝটিকায় কাঁদে যথা আর্ত্তরবে সুবিপুল নদী।

তাহা যদি নাও হয় শুধু মোর শৈশব-জীবন
ফিরিয়া আসিত যদি। তখন আকাশপথে হায়
আমার স্বপনমুগ্ধ শিশু-চিত্ত সকল ভুবন

ভ্রমিত তোমার সাথে। তুলে নাও জীর্ণ পত্রপ্রায়,
তুলে নাও বক্ষে মোরে লঘু মেঘসম,—আজি মোরে
বাজাও তরঙ্গে যথা বাজাও প্রমত্ত ঝটিকায়।—

আজি হায় মূর্চ্ছি পড়ি জীবনের কণ্টকের পরে,
বাজাও আলোড়ি আজি মত্তমন্ত্রে সকল অন্তরে।

৫

আমারে তোমার বীণা কর আজি বনানী যেমন।
-কি দুঃখ তাহারি মত মোর যদি পত্র রাশি ঝরে? --
তোমার প্রমত্ত বাণী আলোড়িয়া সর্ব্ব দেহ মন

জাগাবে গভীর বাণী বনানীর, আমারো অন্তরে
বেদনা-মধুর সুরে। হে প্রমত্ত হও তুমি আজি
আমার জীবন আত্মা। হে দুর্ব্বার, অবহেলা ভরে

সকল ভুবন ভরি ছড়াও আমার বাক্যরাজি
--বন হতে ঝরে যথা ভূমিতলে জীর্ণ পত্ররাশি---
আমারো আবেগ আশা দিকে দিকে ভুবনে বিরাজি

তুলুক ধ্বনিয়া আজি নব আশা আবেগে উদাসি
নিখিল মানব হিয়া। মোর গানে নিখিল ভুবনে
নূতন স্বরগ আজি মানবের উঠুক বিকাশি

সুখ-স্বপ্নে। হে প্রমত্ত, ঝড় যদি বাজে আজি বনে,
শরতের শান্তি আসি হাসিবেনা মানবের মনে?

শেলী

১৯২৫

মায়াবিনী

"গভীর রাতে তেপান্তরের মাঠে
পথিক তুমি বেড়াও ঘুরে একা ?
নিবিড় ছায়া ঢাকিল চারিদিক
নাহিক আলো রেখা ।

কী বেদনা মর্ম্মে তব দহে ?
কিসের ব্যথায় মলিন তব আঁখি ?
শুকনো ফুলে ছাইল ধরা আজি
গাহেনা আর পাখী ।

সজল হাওয়া কাঁদে আঁধার মাঝে,
তোমার গলে শুকনো ফুলের মালা,
বয়ান তব পাণ্ডু মরমদাহে
চক্ষে জ্বলে জ্বালা !"

"দেখেছিলেম বনের কিশোরীরে,
দাঁড়িয়েছিল রূপের মায়া মাখি,
তড়িৎ চরণ, চরণ-ছোঁয়া কেশ,
ত্রস্ত চকিত আঁখি ।

বকুল-মালা পরানু তার গলে,
ফুলের কাঁকণ, সাদা ফুলের সীঁথি,
আমার পানে চাহি রহসময়ী
গাইল করুণ গীতি !

তাহার সাথে চলিনু সারা দিন,
তাহারে ছাড়া দেখিনি আর কিছু,
বারে বারে চাইল আমার পানে
নয়ন করি নীচু।

দিল আমায় বনের ফলমূল,
বনের মধু দিল আমায় হাসি,
অজানা কোন ভাষায় কহে মোরে
'তোমায় ভালবাসি।'

মায়াকুঞ্জে গেনু তাহার সাথে,
কাঁদিল বালা দীর্ঘ নিশ্বাস মাখি,
চুমোয় ছেয়ে দিয়েছিনু আমি
কাজল কালো আঁখি।

কি গান গেয়ে ঘুম পাড়াল মোরে,
ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখি কত,
বিরল কুঞ্জে স্বপন দেখেছিনু
এ জনমের মত!

বেদনা-ম্লান রাজার কুমার কত
মৃত্যু-মলিন যোদ্ধা দলে দলে,
কহে, 'তোমায় নিঠুর মায়াবিনী
বাঁধিল মায়াছলে!'

আঁধার মাঝে অধর তৃষাতুর
প্রয়াসভরে কইতে কিবা চায়!
সহসা ঘুম ভাঙিল হেথা মম
বনের আঙিনায়।

তাইত আজো বেড়াই ঘুরে একা,
শুষ্ক অধর, অশ্রুমলিন আঁখি,
---তরু শাখায় বাদল ধারা ঝরে
---গাহেনা আজ পাখী।"

কীটস্

১৯২৬

বুলবুল

হৃদয় গুমরে মম, চোখে মোর লাগে তন্দ্রা ঘোর,
পান করিয়াছি যেন মরণের গরল পেয়ালা,
অথবা বিস্মৃতি-সিন্ধু সলিলের অতল গহ্বর
মায়ায় ভুলালো মোরে সুখ, দুঃখ, অতীতের জ্বালা।
তোমার আনন্দে মোর সারা হিয়া উঠিছে গুমরি
রাগ, রোষ, অভিমান, বিদ্বেষের জ্বালা নাহি আজি,—
বনকুঞ্জ-ছায়া- গাঁথা মালাসম গহন আঁধার
পলকে মুখরি,
সহজ সুরের স্রোত উঠিতেছে তোর কণ্ঠে বাজি
তরল উচ্ছ্বাসে ভাসে ধরাতল, কানন, কান্তার।

অমৃত মদিরা লাগি কাঁদে এবে হৃদয় আমার,
গভীর ধরণীতলে সুগোপনে করেছে হরণ
যে সুরা প্রভাতবায়ু-সেবিত কুসুম গন্ধসার,
ধরণীর শ্যামলিমা, তপনের হিরণ বরণ।
বহিয়া এনেছে সাথে মেঘহীন সুনীল অম্বর,
গন্ধভারে তন্দ্রালসা বসন্তের মলয়ের স্মৃতি,
সলীল নর্ত্তনলীলা, সুধাসিক্ত পেলব কোমল
রক্ত বিম্বাধর।
পান করি সেই সুধা, শুনি তোর উন্মাদন গীতি
মিশে যাই মায়াময় ঘন বনে ছায়া সুশীতল।

মিশে যাই—মিশে যাই—ভুলে যাই একেবারে আমি
ছায়াকুঞ্জমাঝে তুমি সহ নাই কভু যেই ব্যথা,
ধূলিম্লান ধরাতলে মুখরিয়া বাজে দিবাযামী
যেই অশ্রু, সেই দুঃখ, যে হতাশা নিরশ্রু ব্যর্থতা।
হেথা ধূলিতলে ঝরে কালজীর্ণ ক্ষীণ কেশরাশি,
জীবন শুকায়ে যায়, মুছে যায় সুখের স্বপন,
হেথায় হৃদয় ওঠে বেদনার গানে মুখরিয়া,
নিভে যায় হাসি।
নিষ্প্রভ তারার মত অশ্রু-ম্লান উজল নয়ন,
অতীত প্রেমের স্মৃতি গুমরি বাজায় দীর্ণ হিয়া।

নিমেষে আপনা ভুলে তোর কাছে যাব আমি চলে,
মদির সুরার মোহে আপনারে নাই বা ভুলিনু।
কল্পনার অপরূপ মায়াময় স্বপন-অঞ্চলে
প্রতি দিবসের ব্যথা নিমেষের মাঝে মুছে দিনু।
রজনী বিভোলা আজি, কি আগুন ফাগুন জ্বালালো,
সিংহাসনে বসি শশী দিকে দিকে ছড়াইছে হাসি,
নক্ষত্র-রমণী যত তারে ঘেরি করিছে বন্দন,
হেথা নাহি আলো।
কেবল গহন বনে ক্ষণে ক্ষণে আসিতেছি ভাসি
মৃদুবায়ু-মর্ম্মরিত পত্রপথে আলোক-স্পন্দন।

আমার চরণ তলে পুষ্পরাশি ফোটে দলে দলে,
মদির অলসবায়ে তন্দ্রাভরা গন্ধ রাশি ভাসে,
নাহি চিনি নাহি জানি হিয়া মম ভরে অশ্রুজলে
মিলিত রূপের মায়া ব্যাকুলিয়া হৃদয় উদাসে।
তৃণদল, বনকুঞ্জ, হরিত শ্যামল তরুরাজি,
উপবনে গন্ধরাজ, ধারালতা, মাধবী-বিতান,
অজস্র বকুল ঝরি ঢাকিয়াছে ধরণীর ধূলি,
সবে মিলি আজি
দিশাহারা ভ্রমরের হিয়া ভরি জাগাইল গান,
গুঞ্জন-মুখর গৃহ-পথ তাই গেছে বুঝি ভুলি।

অন্ধকারে শুনি বসি। মনে হয় ভালবাসি বুঝি
কর্ম্মহীন, শান্তিভরা সুগভীর অকুল মরণ,
মৃদুকণ্ঠে গান গেয়ে তাই তারে বারে বারে খুঁজি,
উদ্বেল জীবন মম স্বপ্নে আসি করিবে হরণ।
আজি তোর গান শুনে মরণ মোহন লাগে মনে,
নিঃশব্দে পড়িব ঝরি রজনীর অন্ধকার মাঝে,
উচ্ছ্বসিত সুর তুমি ঢালি দিবে তরুশাখে বসি
বিসুপ্ত ভুবনে!
অন্তর-অমৃত-উৎস শুকাইবে সংসারের কাজে,
বৃথা তুমি গাবে গান, বৃথা হাসি ছড়াইবে শশী।

তোর লাগি মৃত্যু নাহি—অমর জীবন ধরাতলে।
সংসারের শোকতাপ তোরে কভু স্পর্শ নাহি করে।
যে গান শুনিয়া আজি আমি ভাসি নয়নের জলে
বিস্মৃত অতীতে অশ্রু সম্রাটেরো পড়িয়াছে ঝরে।
নাহি জানি কবে কোন পল্লী-বধূ গান শুনে তোর,
—মলিন সায়াহ্ন আলো—শস্যক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একা,
শৈশবের স্মৃতিরাশি মনে আসি করেছে উতলা
সকল অন্তর।
সুদূর অজ্ঞাত সিন্ধু, উদ্বেলিত তরঙ্গের লেখা,
বিজন মায়ার পুরী রচিয়াছে রহস্য-মেখলা।

বিজন হৃদয়-পুরী। আপনার নিঃসঙ্গ পরাণ
আপনার ব্যথাভারে বারে বারে পড়ে মূরছিয়া।
অন্তরের কুঞ্জমাঝে অকস্মাৎ থেমে যায় গান,
অকস্মাৎ আঁখিতলে অশ্রুরাশি উঠে উচ্ছ্বসিয়া।
স্বরস্রোত-মুখরিত আম্রকুঞ্জ নিস্তব্ধ নীরব,
তোমার করুণ-গীতি ধীরে দূরে মিলায় পবনে,
নিঃশব্দ রজনী এবে, থাকি থাকি দূর হতে আসে
তব গীতিরব।
জাগিয়া আছিনু কিংবা বিস্মৃতির জাগ্রত স্বপনে
ডুবেছিনু নাহি মনে, শুধু হিয়া অশ্রুজলে ভাসে।

কীটস

১৯২৬

যাত্রা

হৃদয় আমার কোন মায়াবীর তরী ?
কোন মানসের হংস বলাকা সম
তব সঙ্গীত সাগর-উর্ম্মি পরি
স্বপনে ভাসিছে হৃদয়-তরণী মম ?
বন্ধু আসিয়া ধরিয়াছ তুমি হাল
বাহিছ পুলকে আমার তরণীখানি,
মলয় ভুবনে ছড়ায় মায়ার জাল
কোন অমরার সুর মধুরিমা আনি ?
লতা লীলায়িত বঙ্কিম নদীবুকে
চিরদিন ধরি যেন আসিয়াছি ভাসি,
কখনো দেখেছি নীল গিরি সম্মুখে,
মরু কান্তার পিছনে ফেলিয়া আসি।
গভীর স্বপন-ঘুমে অচেতন এখন নয়ন মম।
ভাসিয়া চলেছি দিবস-রজনী মায়ায় মুগ্ধসম।
ডুবিব অতল শীতল সাগরে কূলহীন নিরুপম।

তোমার হৃদয় মেলেছে দীপ্ত পাখা
আকাশ ভরিল সৌম্য গানের সুরে,
আনিছে বারতা অমরার স্মৃতি মাখা,
তারি সন্ধানে কোথায় চলেছি দূরে।
বাতাসে মেলিনু হৃদয়-তরীর পাল
দূর হতে চলি দূরান্তরের পানে,

নাহি কোন ভয়, এবার ভাঙিব হাল,
ভাসিয়া চলিব কেবলি সুরের টানে।
যেথায় সাগর বিজন বেলার পরে
দিবস রজনী লুটায় বিরামহীন,
সাধের তরণী সে দেশের মায়াভরে
বাহিয়া চলিব সম্মুখে নিশিদিন।
কামনা-পুরীর টুটে নাই মায়া মানুষের পদপাতে।
ভালবাসা সেথা জড়ায়ে রয়েছে মলয় অনিল সাথে।
ভুবনের সাথে স্বপন মিলায়ে সাগর নৃত্যে মাতে।

রহিল পড়িয়া অতীতের গহ্বর
জীবন যুদ্ধে কঠিন উর্ম্মিলীলা,
যৌবন দিনে ফুলবনে মর্ম্মর
মায়ায় ভুলায়ে হানে মৃত্যুর শিলা।
স্বপন-মুখর সুখ শৈশব দিন
পিছনে ফেলিয়া নিয়ত সমুখে চলি।
বারে বারে শুধি জন্মমৃত্যু ঋণ
নবজীবনের প্রভাত দেখিব বলি।
সেথায় কুঞ্জে কত না কুসুম ফুটে
প্রণয় আনত সলাজ উজল আঁখি,
উপবনে শত রজত তটিনী ছুটে
মর্ম্মর রোলে তরল কাকলী মাখি।
শ্রান্ত এ তনু অলসে বিছায়ে শ্যাম তটিনীর তীরে
শুনিব গভীর যে সুর বাজিছে তোমায় আমায় ঘিরে।
তোমার প্রণয় বাহুর বাঁধনে আমারে বাঁধিবে ধীরে।

১৯২৭ শেলী